CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 July, 2020 ■ আগরতলা, ৩ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ১৮ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শাসকজোটে ফাটল আরও গভীর

সভা ফেরত বিজেপি নেতা কর্মীদের ওপর আইপিএফটির হামলা, থমথমে খুমুলুং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। খুমুলুং শরিকি রাজনীতিতে গভীর চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরায় শাসক জোট বিজেপি-আইপিএফটি-র মধ্যে সম্পর্কের উষ্ণতার পারদ ক্রমশ চড়ছে। আজ খুমুলুঙে আইপিএফটি কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুঁড়েছে। তাতে তিন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। তবে কড়া পুলিশি প্রহরায় পরিস্থিতি বিগড়ে যায়নি। কিন্তু টানটান উত্তেজনা রয়েছে। মূলত, এদিন বিজেপি-তে যোগদান কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আইপিএফটি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছে। ফলে আজ বিজেপিতে যোগদানকারীদের নিরাপত্তায় কড়া পুলিশের প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার খুমুলুঙে নোয়াই সভাগৃহে বিজেপি-র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা, সাংসদ রেবতীমোহন ত্রিপুরা, প্রাক্তন এমডিসি পতিরাম ত্রিপুরা, প্রতীক কিশোর দেববর্মা সহ জনজাতি নেতারা। এদিন সভায় এডিসি নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। দলের সাংগঠনিক বিস্তারে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য কর্মী-সমর্থকদের ভোকাল টনিক দিয়েছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি। তাঁর কথায়, ধৈর্য ধরে এগিয়ে যেতে হবে। দলের নীতি-আদর্শ মেনে সংগঠনের প্রসার বাড়াতে হবে। শুধু তা-ই নয়, সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির জন্যও ভাবতে হবে। তাঁর সাফ কথা, জনজাতিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা বিজেপি-র পক্ষেই সম্ভব। তাই কারোর প্ররোচনার ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।

এদিন সভা শেষে আইপিএফটি এবং সিপিএম ছেড়ে ৬৫ পরিবার বিজেপি-তে যোগদান করেছে। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি এবং সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। এই যোগদান কর্মসূচিকে ঘিরে গতকাল খুমুলুঙে বিজেপি কার্যালয় নাশকতার আগুনে পুড়েছে। আজও আইপিএফটি বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা করেছে। তবে গতকালের ঘটনার জেরে আজ প্রচুর নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন থাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়েছে।

জনৈক বিজেপি নেতা বলেন, আজ যোগদান কর্মসূচি সেরে ফেরার সময় আইপিএফটি কর্মীরা আমাদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়েন। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ রূপ নেয়। আইপিএফটি-র ছোঁড়া ইটপাটকেলে ৩ বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। তবে, পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপে আইপিএফটি কর্মীরা সেখান থেকে পালিয়ে যান। তাঁর দাবি, বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে ঠিকই, কিন্তু আজ যাঁরা যোগদান করেছেন তাঁদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই, প্রচুর পুলিশ, টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। তবে, গত দুদিনে ত্রিপুরায় শাসক জোটে ফাটল আরও গভীর হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল।

ডিজিপির শূণ্যপদ পূরণ, প্রসিকিউশন ডিরেক্টরেট ও এসপিও নিয়োগ, অভিযোগ খন্ডনে

প্রাক্তণকে পত্রবোমা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। ডিজিপির শূণ্যপদ পূরণ, প্রসিকিউশন ডিরেক্টরেট মুছে ফেলা এবং এসপিও নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকারকে চাপে ফেলতে চেয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। কিন্তু, বামফ্রন্ট সরকারের কর্মকান্ড তুলে ধরে ওই বিষয়গুলিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের জবাব বিস্ফোরণ ঘটাল। তাতে রাজনৈতিকভাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা কিছুটা হলেও ঘায়েল হয়েছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিরোধী দলনেতাকে পত্র মারফত সমস্ত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, বামফ্রন্ট জমানায় কে টি ডি সিংয়ের চাকুরীর মেয়াদ পঁচিশ বছর হতেই তাঁকে ডিজিপি করা হয়েছিল। শুধু তাই নয় কে নাগরাজকে বেআইনীভাবে দুইবার এডহক পদোন্নতি দিয়ে ডিজিপি বানানো হয়েছিল। অথচ তখন তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট জমা পড়েছিল। সাথে তিনি আরও বলেন, কেটিডি সিংয়ের ডিজিপি পদে নিযুক্তি এবং দুর্নীতির মামলায় জড়িত কে নাগরাজকে ডিজিপি বানানোতে কোন আপত্তি না থাকলেও আদালতের অনুমতি নিয়ে এখন ডিজিপি নিযুক্তি দেওয়ার বিষয়টির সমালোচনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও দুর্ভাগ্যজনক। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই ডিজিপি নিয়োগ করা হচ্ছে। কারণ, ইউপিএসসির মনোনিত অমিতাভ রঞ্জন এবং ভি এস যাদবকে ডিজিপি পদে নিযুক্তি দেওয়া যায়নি।

মুখ্যমন্ত্রী ওই চিঠিতে প্রসিকিউশন ডিরেক্টরেট নিয়ে বামফ্রন্টের চরম উদাসীনতা এবং দায়িত্বহীনতার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রসিকিউশন ডিরেক্টরেট চালু রাখার কোনও যৌক্তিকতা দেখা যাচ্ছে না। কারণ, নামকাওয়াস্তে ওই দপ্তরটি চালু রয়েছে। তাঁর দাবি, ২০০৭ সালে একজন অধিকর্তা এবং দুইজন সহ অধিকর্তার পদ সৃষ্টি করে প্রসিকিউশন ডিরেক্টরেট গঠন করা হয়েছিল। অথচ তিন বছর বাদে শুধুমাত্র সহ অধিকর্তার একটি পদ পূরণ করা হয়েছিল। ২০১০ সাল পর্যন্ত অধিকর্তা এবং একটি সহ অধিকর্তার পদ শূণ্য ছিল। তিনি বলেন, ওই দপ্তরটি কোনও সদর্থক ভূমিকা পালন করেনি। অথচ ২০১০ থেকে ২০১৮ এর মার্চ পর্যন্ত শুধু বেতন খাতেই ৮৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। তিনি দাবি করেন, প্রসিকিউশন ডিরেক্টরেট যে উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছিল তার শিকিটুকুও কাজ করেনি। মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে সাফ জানিয়েছেন প্রসিকিউশন ডিরেক্টরেট বন্ধ করে দেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি রাজ্য সরকার। এই ধরনের খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমূলক। বরং ওই দপ্তরটিকে আরও সচল কিভাবে করা যায় সেই চিন্তা ভাবনা চলছে। দপ্তরকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। তাতে অপরাধ মামলায় সাজার হার বাড়ানো সম্ভব হবে।

মুখ্যমন্ত্রী এই চিঠিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতা তুলে ধরে বলেন, আপনি সব ভুলে গিয়েছেন। আপনার মুখ্যমন্ত্রীত্বে সরকারী অর্থের অপব্যবহার হয়েছে। ২০০৭ সাল থেকে একটি দপ্তর ঠায় কোন কাজ না করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ আপনি এক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেননি। বর্তমান সরকার আপনাদের ভুল সংশোধনের চেষ্টা করছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী এসপিও নিয়োগ নিয়েও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন এসপিও নিয়োগের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৩ সালের মধ্যে বেসরকারি রেল পরিষেবার সম্ভাবনা, জানাল রেল বোর্ড

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি. স.)।। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতীয় রেলের প্রয়োজন দ্রুততার সঙ্গে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন।সেই লক্ষ্যে দ্রুতগামী যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে দেওয়া হবে।

২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে বেসরকারি রেল পরিচালন শুরু হয়ে যাবে। এর জন্য চলতি বছরের নভেম্বর মাস থেকে টেন্ডার ডাকার কাজ শুরু হয়ে যাবে।২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি বা মার্চে ক্লাস্টারগুলির বিভাজন করে বন্টন করা হবে। ২০২৩ সালের বেসরকারি রেল পরিষেবা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথাই জানিয়েছেন রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান বিনোদ কুমার যাদব। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, যে কোচগুলি ৪০০০ কিলোমিটার টানা চলার পর পরিচর্যার প্রয়োজন হতো। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হলে ৪০, ০০০ কিলোমিটার টানা চলার পর পরিচর্যার প্রয়োজন।মাসে একবার বা দুইবার এটির প্রয়োজন পড়বে। ১৫১ আধুনিক রেল গাড়ির মাধ্যমে ১০৯ জোড়া রুটে রেল পরিষেবা দেবে বেসরকারি সংস্থাগুলি।

এদিকে, সিপিএম পলিটব্যুরোর তরফ থেকে এক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধীতা করা হয়েছে। সিপিএমের দাবি, এই ধরনের বেসরকারী করণের ফলে গোটা দেশের মধ্যে গণপরিবহণ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হবে। সিপিএমের বক্তব্য করোনা পরিস্থিতিতে দেশ এমনিতে সমস্যায় রেয়েছে তার উপর এই ধরনের সিদ্ধান্ত সাধারণ মাণুষের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলবে।

অসমে ২২টি জেলা বন্যাক্রান্ত নিহতের সংখ্যা ৩৪, প্লাবিত ১২টি বিএসএফ ক্যাম্প

গুয়াহাটি, ২ জুলাই (হি.স.)।। ব্রহ্মপুত্রের জল ধীরে ধীরে কমছে। বেশ কয়েকদিন পর দেখা মিলেছে সামান্য রোদেরও। তবে এখনও নিম্ন, মধ্য এবং উজান অসমের মোট ২২টি জেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যার তাণ্ডব অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার বন্যার কবলে পড়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে অসমে নিহতের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৩৪ জনে। গতকাল এই সংখ্যা ছিল ৩৩। চলতি করোনার আবহে অসমে বছরের দ্বিতীয় বন্যা পরিস্থিতি বহুলাংশে অপরিবর্তিত। উজান থেকে শুরু করে মধ্য এবং নিম্ন অসমের ২২টি জেলার ৬০টি রাজস্ব সার্কলের ২,০৫৩টি গ্রামের ১৬,০৩,২৫৫ জন বন্যায় প্রভাবিত হয়েছেন। বন্যা কবলিত জেলাগুলির মোট ৭২,৭১৭.৯৮ হেক্টর কৃষিজমি জলে প্লাবিত হয়েছে বলে আজ সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। এই পরিসংখ্যান আজ ২ জুলাইয়ের।

অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ) সূত্রে জানানো হয়েছে, অসমের ৩৩টি জেলার ২৭টি জেলা প্রলয়ঙ্করী বন্যার কবলে পড়েছিল। আজ বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়ে এই সংখ্যা কমে এসেছে ২২-এ। এখনও যে সকল জেলা বন্যার কবলে রয়েছে সেগুলি যথাক্রমে ধেমাজি, লখিমপুর, বিশ্বনাথ, চিরাং, দরং, নলবাড়ি, বরপেটা, বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড়, ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা, গোয়ালপাড়া, কামরূপ (গ্রামীণ), মরিগাঁও, হোজাই, নগাঁও, গোলাঘাট, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোন ঃ আক্রান্ত আরও ৩৯ জন সুস্থ হলেন ৫৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। রাজ্যে নতুন করে আরও ৩৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে একথা জানান। তিনি জানান, এদিন ১৩২৫ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে ৩৯ জনের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তিনি জানিয়েছেন এই ৩৯ জনের মধ্যে আঠারজন পশ্চিম জেলায়, ছয়জন উত্তর জেলায়, সিপাহীজলায় ছয়জন, ধলাইয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওয়ারিশ হত্যায় ধৃত তিন যুবক পুলিশ রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২ জুলাই।। আইপিএফটি নেতা ওয়ারিশ আলি হত্যাকাণ্ডে আটককৃত তিন যুবককে বৃহস্পতিবার পুনরায় গন্ডাছড়া এসডিজেএম কোর্টে তোলা হয়। এদিন পুলিশ আদালতের কাছে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানান। কোর্ট পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে। অর্থাৎ আগামী ছয় জুলাই পর্যন্ত। এদিন আবার তাদের কোর্টে তুলা হবে।

উল্লেখ্য গত ২৫ জুন মধ্যরাতে গন্ডাছড়া নারায়নপুর মুসলিম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফাঁসিতে আত্মঘাতী করোনা মুক্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। করোনা সংক্রমণ থেকে সুস্থ যুবক আত্মঘাতী হয়েছেন। দিল্লি থেকে ফেরার পর তাঁর দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। আজ বৃহস্পতিবার বাড়ির পাশেই গাছের ডালে গলায় ফাঁস জড়ানো তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

এ-বিষয়ে তাঁর শ্বশুর জানান, কাজের সন্ধানে জামাতা দিল্লি গিয়েছিলেন। ঠিকাদারের অধীনে দিল্লি বিমানবন্দরে কাজ করতেন তিনি। কিন্তু করোনা-র প্রকোপ দেখা দেওয়ার পর তিনি দিল্লি থেকে ফিরে আসেন। মৃতের শ্বশুর জানান, ইন্দ্রনগর নিবাসী তাঁর জামাতা এলাকারই এক যুবকের সাথে দিল্লি গিয়েছিলেন। ত্রিপুরায় ফেরার পর তাঁর দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পর থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোষ্ঠী সংক্রমণ এড়াতে পদক্ষেপ নিন, জেলা ও মহকুমা প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ রাজ্য সরকারের

আগরতলা, ২ জুলাই (হিঃসঃ)।। গোষ্ঠী সংক্রমণ এড়াতে কঠোরভাবে লকডাউন কার্যকর করতে নির্দেশ জারি করেছে ত্রিপুরা সরকার। আগামী ৫ জুলাই সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা করেছে রাজ্য। তাছাড়া, জুলাইতে যাতে গোষ্ঠী সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। নয়তো জেলা প্রশাসন এবং মহকুমা প্রশাসনকে তার দায় নিতে হবে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ত্রিপুরার মুখ্যসচিব মনোজ কুমার সমস্ত জেলাশাসককে এ-বিষয়ে অবগত করে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

এ-বিষয়ে বৃহস্পতিবার সিপাহিজলার জেলাশাসক সিকে জমাতিয়া বলেন, যে কোনও মূল্যে গোষ্ঠী সংক্রমণ এড়াতে হবে। সমস্ত জেলাশাসককে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৫ জুলাই সম্পূর্ণ লকডাউন কঠোরভাবে পালন করতে হবে। তাই, ৪ জুলাই পর্যন্ত সমগ্র জেলায় জনসচেতনতা গড়ে তোলা হবে। তাঁর কথায়, মহকুমাশাসকদের আগামী ৫ জুলাই লকডাউন ১০০ শতাংশ সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এছাড়া জেলা এবং মহকুমা স্তরে নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে সংশ্লিষ্টদের।

সিপাহিজলার জেলাশাসক বলেন, সকলের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে, অপ্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হবেন না। বাড়িঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্র এখনই কিনে রাখুন। ফলে ৫ জুলাই বাড়ি থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। তাঁর সাফ কথা, রবিবার লকডাউন চলাকালীন আইন ভঙ্গকারীদের জরিমানা করা হবে। প্রয়োজনে আটক করা হতে পারে। তিনি বলেন, করোনা-র প্রকোপে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপের মুখোমুখি হচ্ছি আমরা। সতর্কতা অবলম্বন না হলে বিপদ মারাত্মক আকার ধারণ করবে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার সমস্ত জেলাশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারদের বার্তা দিয়েছে, রাজ্যে গোষ্ঠী সংক্রমণ হলে জেলা প্রশাসনকে দায় নিতে হবে। তেমনি, জেলা প্রশাসন থেকে মহকুমাশাসক এবং মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকদেরও সাফ জানানো হয়েছে, রাজ্যে গোষ্ঠী সংক্রমণ হলে আপনারাই দায়ী থাকবেন। ত্রিপুরা সরকারের এই কড়া বার্তায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে।

সিপাহীজলায় উন্মুক্ত সীমান্তে মসজিদ বাধা পড়ল কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে

আগরতলা, ২ জুলাই (হিঃসঃ)।। ধর্মীয় ভাবাবেগ ত্রিপুরায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, বেড়া নির্মাণের ফলে মসজিদ কাঁটাতারের ওপাড়ে চলে যাচ্ছে। তবে ওই মসজিদ জিরো পয়েন্ট থেকে ১৫০ গজের মধ্যে ভারতীয় ভূখণ্ডেই থাকছে। তবুও, স্থানীয় তিনটি পরিবারের আপত্তিতে বেড়া নির্মাণের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সিপাহিজলা জেলার কলসিমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর এলাকায় ওই উদ্ভূত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে নিশ্চিত করেছেন জেলাশাসক সিকে জমাতিয়া।

সীমান্ত অপরাধ দমনে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। কারণ, ত্রিপুরায় এখনও উন্মুক্ত সীমান্ত রয়েছে। সে-মোতাবেক উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এ-বিষয়ে সিপাহিজলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া জানিয়েছেন, সোনামুড়া মহকুমায় পাঁচটি স্থানে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ বাকি রয়েছে। দেড় কিমি উন্মুক্ত সীমান্তে ইতিমধ্যে ডাবল লাইন (কম্পোজিট রুফ ফেন্সিং) কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, সাড়ে ছয় কিমি উন্মুক্ত সীমান্তে সিঙ্গল লাইন (সিঙ্গল রুফ ফেন্সিং) কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ শুরু হবে। আগামী ১০ জুলাই নাগাদ উন্মুক্ত সীমান্তে সিঙ্গল লাইন কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য নির্মাণ সংস্থাকে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয়দের আপত্তিতে এই কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

তাঁর কথায়, কলসিমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর এলাকায় ৯টি পরিবার নির্মাণ কাজে বাধা দিচ্ছে। তাদের মধ্যে ৬ পরিবারকে জমি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মসজিদ লাগোয়া তিন পরিবার ওই জায়গা ছেড়ে যেতে চাইছে না এবং মসজিদ কাঁটাতারের ভেতরে রেখে নির্মাণ করার দাবিতে অনড় হয়ে বসে রয়েছে। তিনি বলেন, পূর্বের ছক অনুযায়ী ওই স্থানে ২৬৫ মিটার জমিতে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে সমস্যা দেখা দিয়েছে। অবশ্য, তার মধ্যে ১৪০ মিটার কাজ হয়ে গেছে। বাকি, জমিতে কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

জেলাশাসকের বক্তব্য, গতকাল নির্মাণ সংস্থা মাটি ফেলতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে। তাই আজ পুলিশ পাঠিয়ে ওই তিন পরিবারকে বোঝানো হয়েছে। পরে তারা মাটি ফেলতে দিয়েছে। কিন্তু ওই সমস্যার স্থায়ী সমাধান জরুরি। তাঁর বক্তব্য, ওই তিন পরিবারের দাবি মেনে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। কারণ তাতে নতুন করে প্রস্তাব ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমে যাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে বিদেশমন্ত্রক এবং সেখান থেকে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতির জন্য পাঠাতে হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ আমবাসায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। পানীয় জলের দাবিতে বৃহস্পতিবার আমবাসা পুর পরিষদের ১২ নং ওয়ার্ডের তৃষ্ণার্থ জনগণ আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পুর পরিষদের ১২ নং ওয়ার্ডে গোবিন্দ টিলা এলাকায় এই অবরোধ করা হয়।

অবরোধকারীরা ক্ষোভে সঙ্গে জানান, বিগত পক্ষকাল ধরে ঐ এলাকায় পানীয় জল নেই। পাম্প মেশিনটি বিকল হয়ে রয়েছে। এলাকা মার্কট্রু টিউব ওয়েল ছিল। সেটিও অকেজো। ফলে পানীয় জলের কোনো সংস্কার নেই। তাতে অসহায় হয়ে পড়েছেন পুর পরিষদের ১২ নং ওয়ার্ডের গোবিন্দ টিলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৬০ ◘ ৩ জুলাই ২০২০ ইং ◘ ১৮ আষাঢ় ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অদ্ভুত জোট রাজনীতি

ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে ক্ষমতাসীন দুদলের মধ্যে মারমুখী পরিস্থিতির নজির ছোট্ট রাজ্য এই ত্রিপুরা ছাড়া আর কোথাও আছে এমন বলা মুশকিল। সংঘাত ও সহাবস্থানের এমন অদ্ভুত কান্ড রাজনীতির ইতিহাসে খুব বেশি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে মনে হয় না। আসলে জোর করিয়া কাঁঠাল পাকাইলে যে পরিণতি দেখা যায় বিজেপি আইপিএফটি জোট গঠনের ক্ষেত্রে তাই পরিলক্ষিত হয়। ২০১৮ সালে যেভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য বিজেপি এক রকম জোর জবরদস্তি করিয়া আইপিএফটির সঙ্গে জোট গঠন করে। কারণ উপজাতিদের মধ্যে বিজেপির তেমন সংগঠন না থাকায় একটি উপজাতি ভিত্তিক দলের সঙ্গে সমঝোতার তাগিদ ছিল। তখন বিজেপি ভাবিতে পারেনাই যে একাই ৩৬ টি আসনে জয়ী হইয়া একক সংখ্যা গরিষ্ঠ হইতে পারিবে। আইপিএফটি পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। শরিক বিজেপি পৃথক রাজ্যের দাবিকে সমর্থন করে না। এমন বিপরীতধর্মী নীতি ও দাবি নিয়া আর কোথাও এমন জোট আছে কিনা সন্দেহ। বিজেপি দিনে দিনেই আইপিএফটির একের পর এক অত্যাচার সহ্য করিয়া চলিয়াছে। গ্রাম পাহাড়ে বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ এখন সিপিএম বা কংগ্রেস নহে। মূল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বি হইয়া উঠিয়াছে আপিএফটি। দুই দল জোট সরকার চালাইতেছে মনের আনন্দে। আবার গ্রাম পাহাড়ে বিজেপিকে পিটাইতেছে শরিক দল। পার্টি অফিসে হামলা হইতেছে। শরিক দলের সাঁড়াশি আক্রমণে বিজেপি কার্য্যত দিশেহারা। বিজেপি জোট সরকারে থাকিয়া আইপিএফটির দুই মন্ত্রী মনের সুখে রাজত্ব করিতেছেন। আগামী দিনে কি পরিনতি হইবে বলা মুশকিল। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়াছে আইপিএফটি। এমন অদ্ভুত জোট ভূভারতে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

এডিসি নির্বাচনের দিন যতই আগাইতেছে ততই পাহাড় উত্তপ্ত হইতেছে। টাকারজলা, জম্পুইজলায় বিজেপি ও আইপিএফটির মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের পর বুধবার খুমুলুঙে বিজেপির পার্টি অফিসে আগুন ধরাইয়া দেয় কর্মীরা। শুধু টাকারজলা জম্পুইজলা বা খুমুলুঙে নহে রাজ্যের সর্বত্র এডিসি এলাকায় আইপিএফটি দাপাইয়া বেড়াইতেছে। এডিসি নির্বাচনে বিজেপি আইপিএফটির জোট হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। কারণ এডিসিতে আইপিএফটি একাই লড়িবে। তাহারা এডিসির স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু, এডিসিতে বহুমুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের সমর্থিত তিপ্রাহা ইতিমধ্যেই ময়দানে নামিয়া পড়িয়াছে। তিপ্রাহার নেত্রী পাতাল কন্যা জমাতিয়া তো ইতিমধ্যে র‍্যালী ও অবরোধ কর্মসূচী সম্পন্ন করিয়াছে। আছে আইএনপিটি। সিপিএমও পাহাড়ে অভিযান জারী রাখিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস? প্রাচীন জাতীয় দলের তো গ্রাম পাহাড়ে পাত্তাই নাই। এতসবের মধ্যেও বিজেপি আইপিএফটি জোট না হইলে রাজ্যের উপজাতি রাজনীতি কোন পথে বহিবে তাহা দেখিবার বিষয়। জোট শরিকদের মধ্যে এমন বাঁধন হারা, এমন সংঘাত দেশের রাজনীতির ইতিহাসে একেবারেই বিরলতম ঘটনা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে।

চিনকে খুশি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন রাহুল গান্ধী

আর কে সিনহা

বর্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র দেশ দেখতেই পাচ্ছে, করোনা-মহামারির পাশাপাশি চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদ-এই দু''টি চ্যালেঞ্জের সঙ্গে প্রতিদিন মুখোমুখি হচ্ছে ভারত। এই দু''টি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলাও করছে ভারত, কিন্তু কংগ্রেসের নেতা, সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধী কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে প্রতিদিন এমন ধরনের প্রশ্ন করছেন, তাতে মনে হচ্ছে তাঁরা ভারতের পাশে নেই, বরং চিনের পাশেই রয়েছে। কখনও কখনও মনে হয় তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করার কোনও মানেই হয় না। কারণ তাঁরা শোধরানোর নয়। পরিস্থিতি বোঝার জন্যও তাঁরা তৈরিও নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন দেশবাসীকে বলেই দিয়েছেন, চিন ভারতের এক ইঞ্চিও জমিও অতিক্রম করেনি, তারপর লাগাতার প্রশ্ন করার মানে কী? প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''জওয়ানদের বলিদান বৃথা যাবে না। দেশকে সুরক্ষিত করা থেকে আমাদের কেউ রুখতে পারবে না। বীর শহিদ জওয়ানদের বিষয়ে দেশের গর্ব করা উচিত, কারণ তাঁরা মারতে-মারতে শহিদ হয়েছেন।'' দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর থেকেও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য কেউ কী দিতে পারে? এই ছোট্ট কথা সোনিয়া অথবা রাহুল গান্ধী বুঝতেই পারছে না। তাঁরা লাগাতার এই কথা বলে দেশে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে যে, চিনের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে সংসদের অধিবেশন ডাকা উচিত। করোনা-পরিস্থিতিতে এমনটা করে তাঁরা কী সকলকে বিপদে ফেলতে চাইছেন। আসলে সঙ্কটের এই মুহূর্তে সংকীর্ণ মানসিকতার রাজনীতি করছেন রাহুল গান্ধী। তাঁর বয়ান শুনে অথবা পরে চিন অবশ্যই খুশি হবে, আসলে ''রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশন''-কে দেওয়া কয়েক লক্ষ ডলার কাজে এসেছে। ১৯৬২-র যুদ্ধ থেকে ডোকলাম বিবাদ পর্যন্ত শত্রুদের ভাষায় যাঁরা কথা বলে, ১৯৬২-র পরাজয় থেকে ডোকলাম বিবাদ পর্যন্ত পৃষ্ঠা খুলে দেখুন। পণ্ডিত নেহরুর অদূরদর্শী চিন নীতির পরিণাম এটাই ছিল যে, বন্ধু প্রতিবেশী বুদ্ধ রাজ তিব্বতের অস্তিত্বকে হারাতে হয়েছে, ১৯৬২ সালে যুদ্ধে লড়তে হয়েছে, ওই লড়াইয়ের ৫৮ বছর পরও চিন আমাদের অকসইচিনে নিজেদের দখল রেখেছে।অকসইচিনের মোট ক্ষেত্রফল ৩৭,২৪৪ বর্গ কিলোমিটার। এটা একটি রাজনৈতিক ক্ষেত্র। জলসম্পদ ও খনিজ পদার্থে ভরপুর এবং আমাদের হিন্দু আস্থা কেন্দ্রের কাছেই। পুনরায় দখল নেওয়ার

জন্য বিগত ৫৮ বছরে চিন্তাভাবনা করার কী দরকার ছিল না। নেহেরুই রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থান প্রত্যাখ্যান করে চিনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। ওই সময় নেহেরু তো গুট নিরপেক্ষতার ভাইরাসে গ্রস্ত ছিলেন এবং বিশ্ব নেতায় উন্নীত হতে চেয়েছিলেন। না তেমনটা করতে পেরেছেন, না তো দেশের সীমান্ত সুরক্ষিত করতে পেরেছেন। কাশ্মীর সমস্যার জন্মদাতা তিনিই। তিনি যদি কাশ্মীরকে নিজের হাতে রাখার জেদ না দেখতেন তাহলে সর্দার প্যাটেলই সমাধান করতেন।

বিদেশ ইস্যুতে নিজেকেই সর্বাধিক জ্ঞানী মনে করতেন পণ্ডিত নেহেরু। তাঁর জেদেই দেশ ফেঁসে গিয়েছে। তাঁর মন্ত্রিসভার বিদেশ সংক্রান্ত সমিতির সদস্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল ১৯৫০ সালে একটি চিঠিতে চিন তথা তিব্বতের প্রতি নীতি থেকে সাবধান থাকতে বলেছিলেন। নিজ চিঠিতে চিনকে 'আসন্ন শত্রু'''' আখ্যা দিয়েছিলেন প্যাটেল। কিন্তু, নেহেরু তাঁর কোনও কথাই শোনেনি। প্যাটেলের ভবিষ্যৎবাণী ঠিক ১২ বছর পর ১৯৬২ সালে সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল।

কীভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন নেহেরু চিনের সঙ্গে যুদ্ধের পর ১৯৬৩ সালের ১৪ নভেম্বর ভারতীয় সংসদে যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। নেহেরু প্রস্তাবের উপর বলার সময় উদ্বেগের সুরে বলেন, ''আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং উদ্বিগ্ন যে, নিজেকে বিস্তারবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে দাবি করা চিন নিজেই বিস্তারবাদী শক্তির পদানুসারে চলছে।'' চিন কীভাবে ভারতের পিঠে ছুরিকাঘাত করেছে সে বিষয়েই বলছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন কারনাল থেকে সাংসদ স্বামী রামেশ্বরানন্দ ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলছিলেন, ''যাইহোক অবশেষে আপনি চিনের আসল চেহারা দেখতে পারলেন।'' এরপর নেহেরু রেগে যান এবং স্বামী রামেশ্বরানন্দের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, ''মাননীয় সাংসদ চাইলে তাঁকে সীমান্তে পাঠানো যেতে পারে।'' নেহেরুজির এই কথা সদন বুঝতে পারেনি। প্রস্তাবে বলতেই যাচ্ছিলেন পণ্ডিত নেহেরু, সেই সময় এইচ বি কামাথ নামে আরও একজন সাংসদ বলেন, ''আপনি বলতে থাকুন, আমরা মাঝখানে ব্যাঘাত ঘটাব না।'' এরপর নেহেরুজি বিস্তারিতভাবে বলতে থাকেন, ভারতের উপর হামলা চালানোর প্রাক্কালে কতটা পরিকল্পনা করেছিল চিন। কিন্তু, তিনি এটা বলেননি চিনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রস্তুতি কেমন ছিল অথবা কতটা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। এরই মধ্যে স্বামী রামেশ্বরানন্দ ফের সরব হয়ে বলেন, ''চিন যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন আপনি কী করছিলেন, তা জানতে আমি ভীষণ উৎসুখ।'' প্রশ্নটা বাস্তবিক ছিল। তখন নেহেরুজি বলতে থাকেন, ''আমার মনে হয় স্বামীজি কিছুই বুঝতে পারছেন না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল, সদনের এত সংখ্যক সদস্য প্রতিরক্ষা বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না। অর্থাৎ শক্ত প্রশ্ন করতেই রেগে গিয়েছিলেন।

খারাপ ভাববেন না, যিনি নিজেকে গণতান্ত্রিক নেতা হিসেবে বিবেচনা করেন তিনি কখনও সুস্থ আলোচনার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা রাখেন না। নিজেকে নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা হিসেবে বর্ণনা করা নেতা চিনের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করা তো ছাড়ুন, সম্পর্ক সামান্য করার ক্ষেত্রেও ব্যার্থ হয়েছেন। অকসাই চিনের ৩৭০০০ বর্গ কিলোমিটার জমি দখলের বিষয়ে পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন, ''এই অকসাই দিয়ে চিন কী করবে? সেখানে তো ঘর করাও যাবে না?'' নেহেরুজির টাক ছিল, একজন সদস্য বলেছিলেন, তাহলে সমস্ত নেড়াদের গলা কাটা উচিত।

চোখে চোখ রেখে কথা

এখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে, চিনের থেকে সম্মান ও ভূমি হারানো ভারতও চোখে চোখ রেখে কথা তো বলছে। মোদী সরকার চিনকে ডোকলাম বিবাদেই অবস্থান বুঝিয়ে দিয়েছিল। এখন চিনকে সমস্ত স্তরে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত। জল, স্থল ও আকাশেও আমরা প্রস্তুত। তবে, ভারত কখনও আলোচনার পথ বন্ধ রাখেনি। লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় হিংসাত্মক সংঘর্ষের পর থেকেই ভারত আক্রমণাত্মক। গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষের জন্য চিনকেই দায়ী করেছে ভারত। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর চিনের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ভারতের এই মনোভাবের কারণেই চিন এখন উত্তেজনা শেষ করতে চাইছে। চিন বুঝতে পেরেছে যদি যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্ব ভারতের পাশেই দাঁড়াবে। তাঁদের পাশে পাকিস্তান ছাড়া কেউ থাকবে না। ভারতও তাই চাইছে।

গালওয়ান উপত্যকায় নিজেদের ২০ জন সৈনিককে হারানো ভারত চিনের কমান্ডিং অফিসার-সহ ৪০ জনের বেশি সেনাকে মেরেছে। ভারত এবার পুরোপুরি তৈরি রয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে ভারত। যদিও ভারত চাইছে আলোচনার মাধ্যমেই বিবাদ মিটে যাক। হিংসায় কারও লাভ হয় না। কিন্তু, এবার হিংসা অথবা যুদ্ধের জবাব শান্তির আবীনে দেওয়া হবে না। বুদ্ধ, মহাবীর এবং গান্ধীকে নিজেদের আদর্শ মেনে চলা ভারতে অর্জুন, কর্ণ, ছত্রপতি শিবাজী, রাণা প্রতাপ ও রানী লক্ষ্মীবাইকেও দেশনায়ক মনে করা হয়। এই তথ্যে চিন যত শীঘ্র ওয়াকিবহাল হবে তাতেই ভালো। (লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট ও প্রাক্তন সাংসদ)

ফের ১৭ ঘণ্টা পরে রইল করোনা আক্রান্তের দেহ

কলকাতা, ২ জুলাই (হি. স.): আমহার্স স্ট্রিটের পর এবার ১৯০ নম্বর অরবিন্দ সরনী। ১৭ ঘণ্টা পরে রইল করোনা আক্রান্তের দেহ। শহরে একের পর এক করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর যেভাবে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে পরিজনদের তাতে প্রশাসনের ভূমিকার দিকে আঙ্গুল উঠছে। মৃত ৫৭ বছর বয়সী স্বপন ঘোষের বাড়ি সিঙ্গুরে। তবে অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে গৌরীবাড়িতে মিষ্টির দোকানেই থাকতেন। সপ্তাহখানেক আগে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই ব্যক্তির করোনার উপসর্গ থাকায় ২৯ জুন বেসরকারি ল্যাব থেকে করোনা পরীক্ষা করানো হয়। গৌরীবাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, বুধবার বিকেল থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপরে ওই যে বাড়ির নিচে ওই মিষ্টি দোকান সেই বাড়ির মালিক নেমে এসে তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এমনকি ডেথ সার্টিফিকেট দিতেও চায়নি হাসপাতাল।

এরপর স্থানীয় ডাক্তারকে দেখানো হয়।কিন্তু, স্থানীয় চিকিৎসক বলেন, করোনা রিপোর্ট আসার আগে তিনি ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারবেন না। এদিকে বড়তলা থানা থেকেও করোনার রিপোর্ট আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে মৃতের পরিবারকে। এই টানাপোড়েনের মধ্যে মিষ্টি দোকানেই পড়ে থাকে দেহ। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপর দুপুর বারোটা নাগাদ স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা এসে মৃতদেহ সরান। গৌরীবাড়িতে মৃত ব্যক্তির দেহ সরানোর পর মিষ্টির দোকানটি জীবাণুমুক্ত করা হয়। দোকানের অন্য কর্মচারীদের কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল আমহার্স স্ট্রিট থানা এলাকার এক আবাসনে দীর্ঘ ৪৮ ঘণ্টা পড়েছিল করোনা আক্রান্ত এক বৃদ্ধের মৃতদেহ। সেক্ষেত্রেও অভিযোগ উঠেছিল পুরসভা ও স্বাস্থ্য ভবনের গাফিলতির দিকে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম জানান, 'আমার জানা নেই ব্যাপারটা কি হয়েছে। তবে কর্পোরেশন এর কাছে খবর এলেই কর্পোরেশন সাথে সাথে রোগী তুলে নেয়। কাল তো কর্পোরেশনে তুলেছে। তবে মাঝেমধ্যে কিছু কিছু অসুবিধা হয়। যেমন কোভিদ পেশেন্টদের আনার জন্য যে গাড়ি রয়েছে সেই গাড়ি অনেকে চালাতে চান না। তার ফলে চালকের সংখ্যার একটা সমস্যা থেকে যায়। তবে আমাদের কাছে খবর আসামাত্রই আমরা ব্যবস্থা নিই।'

অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন পূর্বাঞ্চলীয় স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডঃ অর্চনা মজুমদার। তাঁর কথায়, ' করোনা সন্দেহভাজন হিসেবে কেউ মারা গেলে রিপোর্ট আসা পর্যন্ত মৃতদেহ ফেলে রাখার কোনও যুক্তি নেই। যদি ওই ব্যক্তির রিপোর্ট নেগেটিভও আসে তাহলেও তাঁকে করোনা আক্রান্ত ধরে নিয়ে সেই রকম বিধি মেনে দাহ করলে কোনও ক্ষতি তো নেই। বরং রিপোর্ট আসা পর্যন্ত দেহ ফেলে রাখলে সেক্ষেত্রে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে।'

ফি কমানোর দাবিতে ২২টি স্কুলের অভিভাবকদের বিক্ষোভ পার্কসার্কাসে

কলকাতা, ২ জুলাই (হি. স.): ''নো স্কুল নো ফি'' এই দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন রাজ্যের বেসরকারি স্কুলের অভিভাবকরা। বৃহস্পতিবার পার্ক সার্কাসে ২২ টি বেসরকারি স্কুলের অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখায়। তাদের দাবি এই লকডাউনে কোনোমতেই তারা বর্ধিত টিউশন ফি দেবেন না।

করোনার জেরে রাজ্যজুড়ে লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। অনেকে আবার কর্মহীন না হলেও বেতন পাননি গত তিন মাসের। সে ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থা সকলেরই প্রায় সংকটাপন্ন। এ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বেসরকারি স্কুলগুলি যে হারে টিউশন ফি দাবি করছে তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেই দাবি জানাচ্ছেন অভিভাবকরা। ইতিমধ্যেই শহরের বহু বেসরকারি স্কুলে একাধিক খাতে ফি বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন অভিভাবকদের সংগঠন। কোনও কোনও স্কুলে কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের সাথে আলোচনায় বসতে রাজি হলেও কোনও কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ আবার অভিভাবকদের প্রতিনিধিদের সাথে কোনরকম যোগাযোগ করছেন না।এদিকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং মুখ্যমন্ত্রী বারবার করে আবেদন জানিয়েছেন বেসরকারি স্কুল গুলির কাছে যাতে কোনোভাবেই এই মুহূর্তে অতিরিক্ত ফি নেওয়া না হয়।

এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি দিয়েছিলেন অবিভাবকদের সংগঠন। এরপর ফের আজকে পার্ক সার্কাসে বাইশটি স্কুলের অভিভাবকরা সামিল হলেন ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে।

এক বিপন্ন বিস্ময়

বিশ্বদীপ দে

গত ১৪ জুন আত্মহত্যা করেছেন বলিউড তারকা সুশান্ত সিং রাজপুত। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গিয়েছে কয়েকটি দিন। এখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় অব্যাহত প্রতিভাবনা তরুণের অকালপ্রয়াণ নিয়ে চর্চা। প্রশ্ন উঠছে, অর্থ ও যশ সবই ছিল। তবু কেন? কেন সফল জীবনের আলো ঝলমলে বাক্যের মাজে অতর্কিতে এভাবে যতিচিহ্ন টেনে দিলেন তিনি? ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে পাওয়া আঘাত কিংবা বলিউডের স্বজনপোষণ—উঠে আসছে নানা সম্ভাবনা। এই লেখার বিষয় সেই সব সম্ভাবনার কাটাকুটি নিয়ে নয়। বরং ৩৪ বছরেই শূন্যে দিকে ভেসে যাওয়া এক প্রাণের করুণ পরিণতির কথা ভাবতে ভাবতে আরও একবার ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখাই এই লেখার নিয়মিত হতে চলেছে। সারা বিশ্বে প্রতিদিন বহু মানুষ আত্মহননের পথে পা বাড়াচ্ছেন। সব মৃত্যুর কথা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে পরিচিত বৃত্তের কারও জীবনে এমন পরিণতি হলে তখন সেই খবর জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েই। তারপর সিলিং প্যানের হাওয়ায় ভেসে ছড়িয়ে যায় ঘরের প্রতিটি কোণায়। পাশাপাশি যে মানুষেরা খ্যাতির আলোয় রঙিন, সেই সব মৃত্যুর খবরেও বিস্ময় জাগে। বিষাদ গাই মারে মনের অন্দরে। কেন? কেন? কার্ট সিঙ্গার তাঁর 'হেমিংওয়ে লাইফ অ্যান্ড ডেথ অফ আ জায়ন্ট বইয়ে জানিয়েছিলেন কেমন করে মেক্সিকোর এক জমজমাচ ভুল ফাইটের আসরের সব কোলাহল মুহূর্তে থামিয়ে দিয়েছিলে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের প্রয়াণসংবাদ। দর্শকাসনের ভিতরে ঢুকে পড়া দুই সংবাদপত্র বিক্রেতার হাতের কাগজগুলির শিরোনামই সকলকে জানিয়ে দিয়েছিল তাঁদের প্রিয় লেখক আর নেই। মুহূর্তে ময়দানের সব উন্মাদনা হারিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন দর্শকরা। কার্ট জানিয়েছেন, তাঁর পাশে বসে থাকা মহিলাদের চোখে মুহূর্তে জন্ম নেওয়া অশ্রুকণার কথা। অর্থ কীর্তি স্বচ্ছলতার শীর্ষে পৌঁছে যাওয়া হেমিংওয়ে সব অ্যান্ড কোম্পানির স্পোর্ট হান্টিং শটগান মেঝেতে রেখে জোড়া নল কপালে ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দিয়েছিলেন। কেন? তিনি তো লিখেছিলেন, মানুষ ধ্বংস হতে পারে কিন্তু হারতে পারে না। তবে কেন এভাবে হার মানলেন তিনি। অনেকে আঙুল তোলেন বংশানুক্রমে পাওয়া ব্রোঞ্জ ডায়াবেটিসের দিকে। যে অসুখ ডিপ্রেশনের জন্মদাতা।

ডিপ্রেশন। মনের ভিতরটা কুরে কুরে খেয়ে নেওয়া এক পোকা। যে পোকার কামড় খেলে চারপাশের রোদ ঝলমল আবহও মুহূর্তে ফ্যাকাসে, ছাই ছাই হয়ে ওঠে। ১৮৯০ সালের জুলাই মাসের গনগনে রোদ্দুর গায়ে মেখে গম খেতে হাঁটছিলেন ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ। পিঠে আঁকার ব্যাগ। কিন্তু ছবি আঁকতে আর চান না তিনি। একা হতে হতে ক্রমেই একলা আকাশের মতো সুদূর হয়ে উঠেছেন পৃথিবীর কাছে। অবসাদ ও বিষণ্ণতার ছোবলে শেষমেষ নিজেই নিজেকে গুলি করলেন রৌদ্রস্নাত বিকেলে। মারা গেলেন দুদিন পরে। মারা যাওয়ার আগে মৃত্যুশয্যায় ভাই থিওকে বলে গিয়েছিলেন, ''এই বিষণ্ণতা অন্তহীন হয়ে থেকে যাবে''।

সবার নিঃসঙ্গতা ভিনসেন্টের মতো স্পষ্ট ফুটে থাকে না বাহ্যিকভাবে। অস্কারজয়ী হলিউডের কৌতুকাভিনেতা রবিন ইউনিলয়ামসের মতো হাসিখুশি চেহারা মানুষের আত্মহত্যা সবাইকে চমকে দিয়েছিল বছর কয়েক আগে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জানিয়েছিল, কোনও পাওয়া যায়নি তাঁর শরীরে। আসল ভিলেন সেই ডিপ্রেশনই। তাঁর মিস্তষ্কের কোষ পরীক্ষা করে জানা গিয়েছিল তিনি ডিফউজ লিউই বডি ডিমনেশিয়া'য় বুগছিলেন। তাঁর স্ত্রী যাকে বর্ণনা করেছিলেন, স্বামীর মস্তিষ্কের ভিতরে থাকা ওভেনের ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন 'দ্য বেলজার'- এর লেখিকা। কবিতার পংক্তিতে যিনি লিখেছিলেন, মৃত্যু এক শিল্প। শরীরে ভিতরে জন্ম নেওয়া ডিপ্রেশনের দংশনে সেই শিল্পের কাছেই আত্মসমর্পণ করেন সিলভিয়া। বলা হয়, যে প্রতিষেধক তাঁকে দিয়েছিলেন চিকিৎসক, সেটি কাজ করার জন্য সপ্তাহ তিনেকের সময় প্রয়োজন। কিন্তু সেই সময় পাওয়া যায়নি। তার আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

কাছাকাছি সময়ে আমাদের দেশে

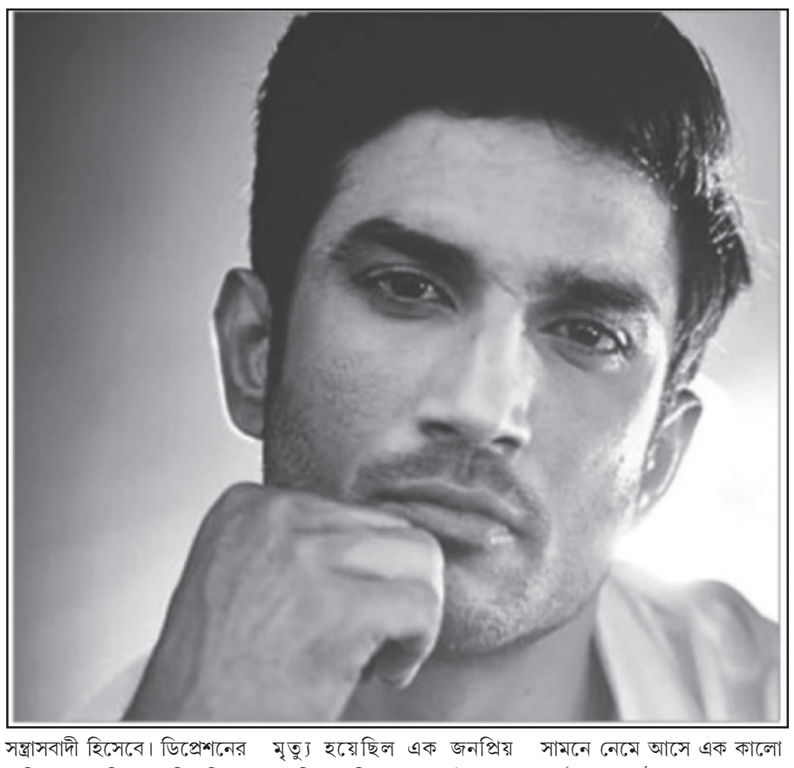

সন্ত্রাসবাদী হিসেবে। ডিপ্রেশনের প্রতিষেধক দিয়েও সিলভিয়া প্লাথকে বাঁচাতে পারেননি তাঁর প্রতিবেশী চিকিৎসক জন হোর্ডার। ছয়ের দশকের গোড়ায় এক কনকনে শীতের সকালে গ্যাস মৃত্যু হয়েছিল এক জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালকের। তাঁর নাম গুরু দত্ত। দু'বার ব্যর্থ হওয়ার পর তৃতীয় বারে গ্লাসে ভরা বিষ তরল গলায় ঢেলে দিতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর বন্ধু পরিচালক প্রয়োজন অভিনেতা আবরার আলভি জানিয়েছিলেন, বিষণ্ণতা ও মদ্যপানে ডুবে যাওয়া গুরু তাঁর স্ত্রী গীতা দত্তর কাছে ফোনে আর্জি জানিয়েছিলেন, একবার নিজের মেয়েকে দেখতে চান তিনি। কিন্তু দাম্পত্যের ফাটল স্বামীর আর্তিকে পৌঁছে দেয়নি স্ত্রীর কাছে। নিজেকে শেষ করে দেওয়ার হুমতি দিয়েছিলেন গুরু। আর তারপর রাতের গভীরতায় হাতে তুলে নিয়ছিলেন বিষের পানপাত্র। আসলে একেবারে শেষ মুহূর্তে বোধহয় সব আত্মহননকারী চোখের সামনে নেমে আসে এক কালো পর্দা। যাকে ঠেলে ঢুকে আসতে পারে না কোনও আলোর আশ্বাস। জীবনের জলসাঘরে একা হয়ে যাওয়া পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে পড়ে? এক নিশুতি রাতে গঙ্গার বুকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তিনি। বাঙালির স্বর্ণযুগের গানের অন্যতম কাণ্ডারী গীতিকারের এমন মর্মান্তিক পরিণতি আজও মেনে নিতে পারেননি তাঁর পরিজনেরা। ভিতরে ভিতরে বিষণ্ণতার বীজ ফুলেফেঁপে ঢেকে দিয়েছিল বেঁচে থাকার সবুজ ইচ্ছোগাছকে। বার্ধক্যের সামনে দাঁড়িয়ে ডিপ্রেশনকে রুখতে পারেননি তিনি।

তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। কেননা এই তালিকা এমনিতেই দীর্ঘ। বারে বারে এইসব আত্মহত্যা আমাদের এক প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। কবি তে তারাশঙ্করের জীবন এত ছোট কেন? এ ভুবনে? আর্তির সমান্তরালে ঠিক বিপরীত এক মনোভাব এসে ভিড় করে মানুষের জীবনে। জীবনের স্লেটে দলন্যাকড়া বুলিয়ে ড্রপসিন নামিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে তাঁদের বুকের ভিতরে মুচড়ে উঠেতে থাকে। মনে পড়ে আলব্যের কামুর মিথ অফ সিসিফাস গ্রন্থের অ্যাবসার্ডিটি অ্যান্ড সুইসাউড অংশের কথা। সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন, আত্মহত্যাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সমস্যা। একটু ভল হল। তিনি একে একমাত্র গুরুতর দার্শনিক সমস্যা বলে অভিহিত করেছিলেন।

জীবনানন্দে আসি। প্রেম ছিল, আশার ছিল জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিল কোন ভূত? আত্মহননের কথা উঠলে বোঝা যায় আট বছর আগের একদিন কবিতাটি আমাদের কাছে কতটা অনতিক্রম্য। বার বার এই কবিতার ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠে হৃদয় ছোবল মারে এক অমোঘ উচ্চারণ মরিবার হল তার সাধ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত দেড় লাখ ছাড়িয়েছে, শনাক্ত ৪,০১৯ জন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০২।।বাংলাদেশে করোনা শনাক্তের ১১৭তম দিনে আক্রান্তের সংখ্যা দেড় লাখ ছাড়িয়েছে। বর্তমানে এই ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ৫৩ হাজার ২৭৭ জন।

এদিকে ,দেশে গত ২৪ ঘন্টায় ১৮ হাজার ৩৬২ জনের নমুনা পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক ৪ হাজার ১৯ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এর আগে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড ছিল ২৯ জুন। ওইদিন শনাক্ত হয়েছিল ৪ হাজার ১৪ জন। গতকালের চেয়ে আজ ২৪৪ জন বেশি শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১৭ হাজার ৮৭৫টি নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিল ৩ হাজার ৭৭৫ জন। নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় গত ২৪ ঘন্টায় শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৮৯ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২১ দশমিক ১২ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার দশমিক ৭৭ শতাংশ বেশি। এ পর্যন্ত শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ১০ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৩৮ জন। গতকালের চেয়ে আজ ৩ জন কম মারা গেছেন। গতকাল ৪১ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই পর্যন্ত দেশে এ ভাইরাসে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ হাজার ৯২৬ জন। শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৬ শতাংশ। আগের দিনও এই হার ছিল ১ দশমিক ২৬ শতাংশ। তিনি জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ৪ হাজার ৩৩৪ জন। গতকালের চেয়ে আজ ১ হাজার ৮৫০ জন বেশি সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ২ হাজার ৪৮৪ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৬৬ হাজার ৪৪২ জন। তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪১ দশমিক ৬১ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার ১ দশমিক ৭৪ শতাংশ বেশি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, ‘করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৭ হাজার ৯৪৭টি। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৬ হাজার ৮৯৮টি। গতকালের চেয়ে আজ ১ হাজার ৪৯টি নমুনা বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৭০টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৮ হাজার ৩৬২টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৭ হাজার ৮৭৫টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ৪৮৭টি বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে মোট ৮ লাখ ২ হাজার ৬৯৭টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘স্বাস্থ্য অধিদফতর তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চ মাসে করোনার নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল তিন হাজার ৬৫টি, এপ্রিলে ৬২ হাজার ৮২৬টি, মে মাসে ২ লাখ ৪৩ হাজার ৩৯টি এবং জুনে ৪ লাখ ৫৭ হাজার ৫৩০টি। জুন পর্যন্ত সব মিলে ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৪৬০টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। ১ ও ২ জুলাইসহ এ পর্যন্ত ৮ লাখ ২ হাজার ৬৯৭টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে আমরা নমুনা পরীক্ষার সক্ষমতা বাড়িয়ে চলছি।’ অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা বলেন, ‘ঢাকা মহানগরীতে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ৬ হাজার ৭৫টি, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ১৪৫টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ১৪ হাজার ৪৭৫টি, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৩৯২টি। সারাদেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা ১১ হাজার ১৪১টি। সারাদেশে হাই ফ্লো নেজাল ক্যানেলা সংখ্যা ২০৭টি এবং অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ৯৮টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৬১৮ জন, আইসিইউ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ২১০ জন এবং ২৪ ঘন্টায় সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৫১৮ জন, ছাড় পেয়েছেন ৭৩৬ জন।

০১৩১৩-৭৯১১৩০, ০১৩১৩-৭৯১১৩৮, ০১৩১৩৭৯১১৩৯ এবং ০১৩১৩৭৯১১৪০ এই নম্বরগুলো থেকে হাসপাতালের সকল তথ্য পাওয়া যাবে। কোন হাসপাতালে কতটি শয্যা খালি আছে। কত রোগী ভর্তি ও কতজন ছাড় পেয়েছেন এবং আইসিইউ শয্যা খালি আছে কি না এই ফোন নম্বরগুলোতে ফোন করে জানা যাবে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ৩২ জন পুরুষ এবং ৬ জন নারী। বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ৮ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১৬ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ২ জন এবং ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ১ জন রয়েছেন। মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১২ জন, বরিশাল বিভাগে ২ জন, রাজশাহী বিভাগে ৫ জন, খুলনা বিভাগে ৫ জন, সিলেট বিভাগে ২ জন এবং রংপুর বিভাগে ১ জন রয়েছেন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৩৩ জন এবং বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৫ জন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৯৬০ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৫ হাজার ৭৫৭ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৭৭৫ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছেন ১২ হাজার ৭৭৫ জন। এ পর্যন্ত মোট আইসোলেশন করা হয় ২৮ হাজার ৫০২ জনকে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ২ হাজার ৮৯৪ জনকে। এখন পর্যন্ত তিন লাখ ৬৯ হাজার ১৮৯ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড় পেয়েছেন ৩ হাজার ১৬৮ জন, এখন পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ৩ লাখ ৫ হাজার ৫৮১ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬৩ হাজার ৬০৮ জন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ৪ হাজারটি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৫ লাখ ২৮ হাজার ২৪৫টি। এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২৪ লাখ ২ হাজার ৬৪টি। বর্তমানে ১ লাখ ২৬ হাজার ১৮১টি পিপিই মজুদ রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৬১ হাজার ৭৬৩টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৪২ লাখ ৬৪ হাজার ৪৪৪টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৪১৪ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ৪ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার’র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ৪৬৪ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ৩৮ হাজার ৯২০ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে কংগ্রেস সমর্থকরা কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। ছবি- নিজস্ব।

বিএনপির এমপিরা বাজেটের কপি ছিঁড়ে সংসদ অবমাননা করেছেন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০২।।বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধালণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি দলীয় এমপিরা বাজেট প্রত্যাখ্যান করার নামে অনুমোদিত বাজেটের কপি ছিড়ে ফেলে দিয়ে সংসদের প্রতি চরম অবমাননা করেছেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে সংসদ ভবন এলাকায় তাঁর সরকারি বাসভবনে আয়োজিত আনলাইন সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট অনুমোদন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া জানাতেই এই সংবাদ সংম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন, বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্যরা এই বাজেট প্রত্যাখ্যান করার নামে সংসদ ভবনের সামনে মহান সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের কপি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। এটি মহান সংসদের প্রতি চরম অবমাননা। এটি তাদের শপথ ভঙ্গেরও শামিল। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। জাতির এই ক্রান্তিকালে তারা দায়িত্বশীল আচরণ করেন নি। তারা চেয়েছিলেন, সংসদ যাতে কোন বাজেট পাশ না করে।’ তিনি বলেন, ‘বাজেট ছাড়া একটি রাষ্ট্র তারা দেখতে চেয়েছিলেন। তারা দেশে একটি হতাশাজনক অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। আমরা মানুষের মধ্যে আশার আলোর সঞ্চার করতে পেরেছি, যা এই পেনডেমিক পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রয়োজন।’

ওবায়দুল কাদের বলেন, বাঙালির সকল অর্জনের পেছনে রয়েছে আওয়ামী লীগ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ শুধু বাংলাদেশের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতাই এনে দেয়নি, এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা যা করা প্রয়োজন ছিল তার সবকিছুই করেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেই বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়। তিনি বলেন, মোটা দাগে বলতে গেলে, বাঙালি জাতি হিসেবে এ পর্যন্ত যা কিছু পেয়েছে, তার সবকিছুই দিয়েছে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ, দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের সব অর্জন শেখ হাসিনার কারণেই। এ দেশের সব মানুষের কল্যাণের কথা, বিশেষভাবে দরিদ্র-অসহায় মানুষদের কথা, প্রিয় নেত্রীর চিন্ত-চেতনায় সবসময় থাকে। পিতার মতো এ দেশের মানুষকে ভালোবেসে তিনি তার পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, এ বাজেট করোনার বিদ্যমান সংকটকে দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিকে অধিকতর বহুমুখীকরণের সুযোগ সৃষ্টি ও নতুন সম্ভাবনায় রূপ দেওয়ার বাস্তবসম্মত প্রত্যাশার দলিল। করোনা ভাইরাসে সৃষ্ট সংকটময় পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে সংকটকালীন ও সংকট পরবর্তী সম্ভাব্য অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার গতিপথ নির্ণয়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গৃহীত হয়েছে এবারের বাজেট। তিনি বলেন, এটি জীবন-জীবিকার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে দেশকে এগিয়ে নিতে শেখ হাসিনা সরকারের সময়োচিত সাহসী চিন্তার ফসল। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাসের প্রকোপে বিদ্যমান সংকটময় পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা’ শীর্ষক যুগোপযোগী ও জনকল্যাণমুখী বাজেট অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল এমপিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি তিনি ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, করোনা মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা ও কর্মোদ্যোগ বিশ্বখ্যাত দ্য ইকোনমিস্ট, ফোর্বস, ওয়ার্ল ইকোনোমিক ফোরামসহ অন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হয়েছে। দ্য ইকোনমিস্ট গত ২ মে গবেষণামূলক এক প্রতিবেদনে ৪টি মানদ-ের ভিত্তিতে ৬৬টি উদীয়মান সফল অর্থনীতির দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নবম। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের প্রতিফলন ঘটেছে বাজেটে। তিনি বলেন, কোভিড-১৯-এর প্রভাবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে যে সাময়িক প্রয়োজন উদ্ভূত হয়েছে তা মেটানো এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যে ক্ষয়-ক্ষতি সৃষ্টি হবে তা পুনরুদ্ধারের কৌশল বিবেচনায় নিয়ে এই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি আওয়ামী লীগ সরকারের ১৭তম এবং বর্তমান মেয়াদের দ্বিতীয় বাজেট। এ বাজেটে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকা রক্ষার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসৃজন ও সামাজিক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যুর হার ৫.০১ শতাংশ। আক্রান্তের তুলনায় বাংলাদেশে মৃত্যুর হার ১.২৬ শতাংশ। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যুর হার ভারতে ৩.০৮, পাকিস্তানে ২.০৩, যুক্তরাজ্যে ১৪.০৩ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৫.০ শতাংশ। এই তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসজনিত মৃত্যুহার নিম্ন পর্যায়ে রাখা গেছে, যদিও একটি মৃত্যুও আমাদের কাম্য নয়। তবে, প্রকৃত মৃত্যুর হার এর চেয়ে আরও কম। বাংলাদেশে করোনা টেস্টের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে সুস্থতার হার বেড়ে যাবে এবং মৃত্যুর হার কমতে থাকবে। কারণ, করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কোন টেস্ট ও চিকিৎসা ছাড়াই

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশের করোনা মহামারিতে অসহায় মানুষের মাঝে কাউন্সিলর রুহুল আমিন মোল্লা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০২।।বাংলাদেশের করোনা মহামারিতে অসহায় দু:স্থ নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে নাসিক ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রুহুল আমিন মোল্লার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার নাসিক এর মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে স্থানীয় ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রুহুল আমিন মোল্লা।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় স্থানীয় ধনকুন্ডা ঈদগাহ মাঠে উক্ত ওয়ার্ডের বিভিন্ন মহল্লার ২৫০ জন অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ সময় কাউন্সিলর রুহুল আমিন মোল্লা বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তা বাংলাদেশের জনগণ আজীবন মনে রাখবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা তাই ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় যেভাবে মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছিলেন ঠিক সেভাবেই বর্তমান করোনা মহামারিতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে মানুষের পাশে রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সবসময় জনগণের জন্য কাজ করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য সকলের কাছে দোয়া কামনা করে বলেন,শেখ হাসিনা বেচেঁ থাকলেই বাংলাদেশের জনগন বাচঁবে।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নারায়ণগঞ্জ মহানগর মহিলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রেহানা পারভীন, ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি ও নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের স্থায়ী সদস্য সিনিয়র সাংবাদিক মোঃ মনির হোসেন, ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট ফোরামের অর্থ সচিব ও দৈনিক আমাদের

ছয়ের পাতায়

বাজেটের কপি ছেঁড়া বিএনপি’র ঔদ্ধত্যের নতুন বহিঃপ্রকাশ : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০২।।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘সংসদের সামনে বাজেটের কপি ছেঁড়া বিএনপি’র ঔদ্ধত্যের নতুন বহি:প্রকাশ। তিনি বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘বিএনপি এমন একটি রাজনৈতিক দল, যারা পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে মানুষকে হত্যা করেছিল। পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের কর্মসূচি যে রাজনৈতিক দল দেয়, সংসদের সামনে গিয়ে তাদের বাজেটের কপি ছিঁড়ে ফেলা খুব স্বাভাবিক।’ ‘যে উদ্ধত আচরণ তারা সবসময় করে আসছে, সেটিরই নতুন বহি:প্রকাশ হচ্ছে সংসদের সামনে গিয়ে বাজেটের কপি ছিঁড়ে ফেলা’, বলেন ড় হাছান। মন্ত্রী বলেন, বিএনপি যে এবারই বাজেট প্রত্যাখ্যান করছে তা তো নয়, গত ১১ বছর ধরে প্রতিবারই তারা বাজেট প্রত্যাখ্যান করছে এবং প্রতিবারেই বলেছে বাজেট বাস্তবায়নযোগ্য না। জনগণের কল্যাণে আসবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু গত ১১ বছর ধরে সমস্ত বাজেটই বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাস্তবায়নের হার ৯৭-৯৮ শতাংশ। সেই বাজেটগুলো বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে দেশের দারিদ্র্য কমে অর্ধেকে নেমেছে, মানুষের মাথাপিছু আয় সাড়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, জিডিপি প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত হয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের পথে উন্নীত হয়েছে। এটিই হচ্ছে বাস্তবতা। কিন্তু তারা কোনোভাবেই বাজেট গ্রহণ করতে পারেনি।ড় হাছান বলেন, বিএনপি সেখানে বলেছে, মাত্র একদিন বাজেট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়, পুরো বাজেট সেশনেই কিন্তু বাজেটের ওপর বক্তৃতা হয়েছে। তারা নিজেরা বাজেট অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেনি, বাজেট অধিবেশনে যে আলোচনা হয়েছে সেটিও ঠিকমত খেয়াল রাখেনি, সে কারণেই তারা এ ধরণের ভুল বক্তব্য দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিদিন সংসদ চালানো সম্ভবপর নয়। পৃথিবীর কোনো দেশে সেটি হচ্ছে না। আমাদের দেশে এখন করোনাভাইরাস প্রায় তুঙ্গে, প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪ হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, গড়ে প্রায় ৪০ জন বা তার বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। এই সময় তো সংসদ প্রতিদিন চালানো সম্ভবপর নয়, এই বাস্তবতা তারা বুঝেও তারা এ ধরণের অসত্য, অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলো বলে।

সাংবাদিকরা এসময় কুয়েতে মানবপাচারের দায়ে সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শহিদ ইসলাম পাপলু গ্রেপ্তারের ফলে সেখানে কর্মী রপ্তানি ব্যাহত হবে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে ড় হাছান বলেন, ‘কুয়েতের তদন্তে সেখানকার সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদদের সম্পৃক্ততা বেরিয়ে এসেছে। তাদের সম্পৃক্ততা, সহযোগিতা ছাড়া এই কাজগুলো হতো না, সুতরাং তারাও সমভাবে দায়ী। সুতরাং এ ঘটনায় আমাদের শ্রমবাজারে অর্থাৎ কুয়েতে কর্মী রপ্তানীর ক্ষেত্রে আমাদের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি না।’

করোনা পরীক্ষার ফি নিয়ে সমালোচনার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এটি নির্ধারণ করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি এটি পুণর্বিবেচনা করার জন্য। তবে, একেবারেই বিনামূল্যের কারণে অনেক সময় যাদের প্রয়োজন নেই তারাও পরীক্ষা করে। কিন্তু গরীব মানুষ যাতে প্রয়োজনে বিনামূল্যে পরীক্ষা করাতে পারে, সেটি নিয়ে তার সাথে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলেছি।’ এর আগে তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ ভিডিও কনফারেন্সে চট্টগ্রামের সল্টগোলায় ৫০ শয্যার বিজিএমইএ কোভিড-১৯ ফিল্ড হাসপাতাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত হন। তিনি বলেন, বৈশ্বিক মহামারি মোকাবিলায় সমন্বিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। এ উদ্যোগে সম্পৃক্ত হবার জন্য তিনি বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি-বিজিএমইএ’কে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। তৈরি পোশাক রপ্তানি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির ‘লাইফ-লাইন’ বলেন মন্ত্রী।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন। বিজিএমইএ’র সভাপতি রুবানা হক, প্রথম সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও বোর্ড সদস্যবৃন্দ উদ্বোধনী সভায় অংশ নেন।চট্টগ্রাম-৭ আসনের সংসদ সদস্য ড় হাছান মাহমুদ জানান, করোনার শুরুতে চট্টগ্রামে রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিকূলতা, সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু আমরা ক্রমাগতভাবে সমন্বয় সভা করে প্রশাসন, পুলিশ, ব্যবসায়ী-স্বেচ্ছাসেবী সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছি, সে কারণে আগের পরিস্থিতি এখন নেই, অনেক উত্তরণ ঘটেছে। আইসিইউ, ভেন্টিলেটরসহ যে সুবিধাগুলোর অপ্রতুলতা ছিল, আমরা সেই সংকট সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি, জানান তিনি।

করোনামুক্ত হলেন সস্ত্রীক জকোভিচ

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি. স.) : করোনামুক্ত হলেন সস্ত্রীক নোভাক জকোভিচ। ১০ দিন পরে বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকার মিডিয়া টিম বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেয়, নোভাক ও তাঁর স্ত্রী”র সাম্প্রতিক করোনা টেস্টের রেজাল্ট নেগেটিভ।

করোনা মহামারির মাঝেই জকোভিচ সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়ায় আয়োজন করেন আদ্রিয়া ট্যুর প্রদর্শনী টেনিস টুর্নামেন্ট। সতর্কতা অবলম্বন না করায় টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া একাধিক টেনিস তারকা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। জোকার নিজেও সংক্রামিত হন ভাইরাসে। গত সপ্তাহে সোশ্যাল মিডিয়ায় জকোভিচ নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি করোনা পজিটিভ। জোকার এও জানিয়েছিলেন যে, করোনা আক্রান্ত তাঁর স্ত্রী জেলেনাও। ১০ দিন পরে বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকার মিডিয়া টিম বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেয়, নোভাক ও তাঁর স্ত্রী”র সাম্প্রতিক করোনা টেস্টের রেজাল্ট নেগেটিভ।

জকোভিচ ছাড়াও তাঁর আদ্রিয়া ট্যুরে অংশ নেওয়া তিন তারকা গ্রিগর দিমিত্রভ, বোরনা কোরিচ ও ভিক্টর ট্রোইকি করোনা পজিটিভ হন।

ছয়ের পাতায়

বহু কোটি টাকার মাইনোরিটি স্কলারশিপ কেলেঙ্কারি : নীরব কেন বিজেপি, প্রশ্ন তুলে আন্দোলনের হুমকি কংগ্রেসেব

করিমগঞ্জ (অসম), ২ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় সংগঠিত বহু কোটি টাকার মাইনোরিটি স্কলারশিপ কেলেঙ্কারির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে এবার সরব হয়েছে জেলা কংগ্রেস। পাশাপাশি এই বৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও দাবি জানিয়েছে দল। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার জেলাশাসককে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেছে জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় ও বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল।

জেলাশাসকের হয়ে স্মারকপত্রটি গ্রহণ করেন ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কমিশনার রঞ্জিত কুমার লস্কর। জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্মারকপত্রে লেখা হয়েছে, মাইনোরিটি স্কলারপশিপ (প্রি-মেট্রিক) নিয়ে বহু কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারি সংগঠিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলায়। করিমগঞ্জ সদর থানা ও নিলামবাজার থানায় এ নিয়ে পৃথক পৃথক দুটি এফআইআরও দায়ের করা হয়েছে। অথচ জেলা প্রশাসন এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেয়নি। কৃষকমুক্তি সংগ্রাম সমিতির জেলা কমিটির কর্মকর্তারা তথ্য প্রমাণ সহকারে এই বৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারি তুলে ধরার পরও জেলা প্রশাসনের নীরবতা কেন, প্রশ্ন তুলেছে জেলা কংগ্রেস।তাই এবার প্রতিবাদে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে করিমগঞ্জ কংগ্রেস। স্মারকপত্র প্রদান করে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, মাইনোরিটি স্কলারপশিপ নিয়ে এত বড় কেলেঙ্কারি সংগঠিত হয়ে গেল, অথচ সবকিছু জেনেশুনেও শাসকদলের জেলা নেতৃবৃন্দ চুপ করে বসে আছেন! ”জিরো টলারেন্স”-এর সঙ্গে এ থেকে বড় প্রহসন আর কী হতে পারে? শুধুমাত্র মুখেই নীতি আদর্শের বুলি আওড়ানো শাসক দল বিজেপির জেলা নেতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে কমলাক্ষ বলেন, যদি সাহস থাকে তা হলে মাইনোরিটি স্কলারপশিপ কেলেঙ্কারির তদন্ত করিয়ে দেখান।

বহু কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারির উচ্চস্তরীয় তদন্ত দাবি জানানোর পাশাপাশি যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বড়মাপের আর্থিক কেলেঙ্কারির পেছনে রাজনৈতিক প্রশ্রয়প্রাপ্ত দালাল জড়িত রয়েছে এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া না হলে কংগ্রেস আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

জেলা সভাপতি সতু রায় বলেন, এই কেলেঙ্কারি কোনও অবস্থায় বরদাস্ত করবে না কংগ্রেস। দালালদের মুখোশ খুলতেই হবে। ২০১৯-২০ সালে সংগঠিত সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তি কেলেঙ্কারির পেছনে রাজনৈতিক প্রশ্রয় থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এত বড় একটা কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়েছে, অথচ শাসকদলের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। এটা খুবই বিস্ময়কর বিষয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। এই কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে জেলাজুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার কথাও বলেন কমলাক্ষ। ”জিরো টলারেন্স”, ”না খায়ুঙ্গা, না খানে দুঙ্গা”, ”সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ” এবং সর্বশেষ ”সবা-কা বিশ্বাস”, এ সব অলঙ্কারসুলভ শব্দ শুনতে বেশ ভালোনই লাগে। তবে ভালো লাগা আর তা বাস্তবায়িত করার মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে।

বিধায়ক কমলাক্ষ জেলা বিজেপির নেতৃবৃন্দকে মেরুদণ্ডহীন আখ্য দিয়ে বলেন, তাঁদের নাকের ডগায় একের পর এক কেলেঙ্কারি সংগঠিত হয়ে গেলেও এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার মতো সাহস নেই। মাইনোরিটি স্কলারপশিপ (প্রি-মেট্রিক) কেলেঙ্কারির উপযুক্ত তদন্ত না হলে, জেলা কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে সমগ্র জেলা জুড়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি দেন কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। স্মারকপত্র প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, প্রচারসচিব শাহাদত আহমদ চৌধুরী, সম্পাদক পঙ্কজ নাগ, প্রদীপ কুরি, উত্তম মজুমদার, সুরুচি রায়, দীপঙ্কর ঘোষ প্রমুখ।

আধা সেনা তৃতীয় লিঙ্গের নিযুক্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি. স.): আধা সেনায় পুরুষ ও মহিলা ছাড়াও তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে ট্রান্সজেন্ডারদের নেওয়ার বিষয় ভাবনা চিন্তা করছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই বিষয়ে আইটিবিপি, সিআরপিএফ, বিএসএফ, এসএসবির কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় তবে মনে করা হচ্ছে চিন লাগোয়া ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে ট্রান্সজেন্ডারদের মোতায়েন করা হবে। চিন লাগোয়া সীমান্তের ওপর নজরদারি চালানোর দায়িত্ব আইটিবিপি। এই সকল ট্রান্সজেন্ডাররা শুধু চিন সীমান্তেই কর্তব্যরত থাকবে না তাদেরকে দেশের পশ্চিম সীমান্ত মোতায়েন করা হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। এমনকি এদেরকে মাওবাদী দমনেও কাজে লাগানো হতে পারে। সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স এর কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে কেন্দ্র। সেই সকল রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

উল্লেখ করা যেতে, ট্রান্সজেন্ডাররা যদি এইসব বাহিনীতে যুক্ত হয় তবে এই সকল বাহিনীর সব ক্ষমতা ও শক্তি অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে।

সুশান্তের ভিসেরা রিপোর্ট প্রকাশ

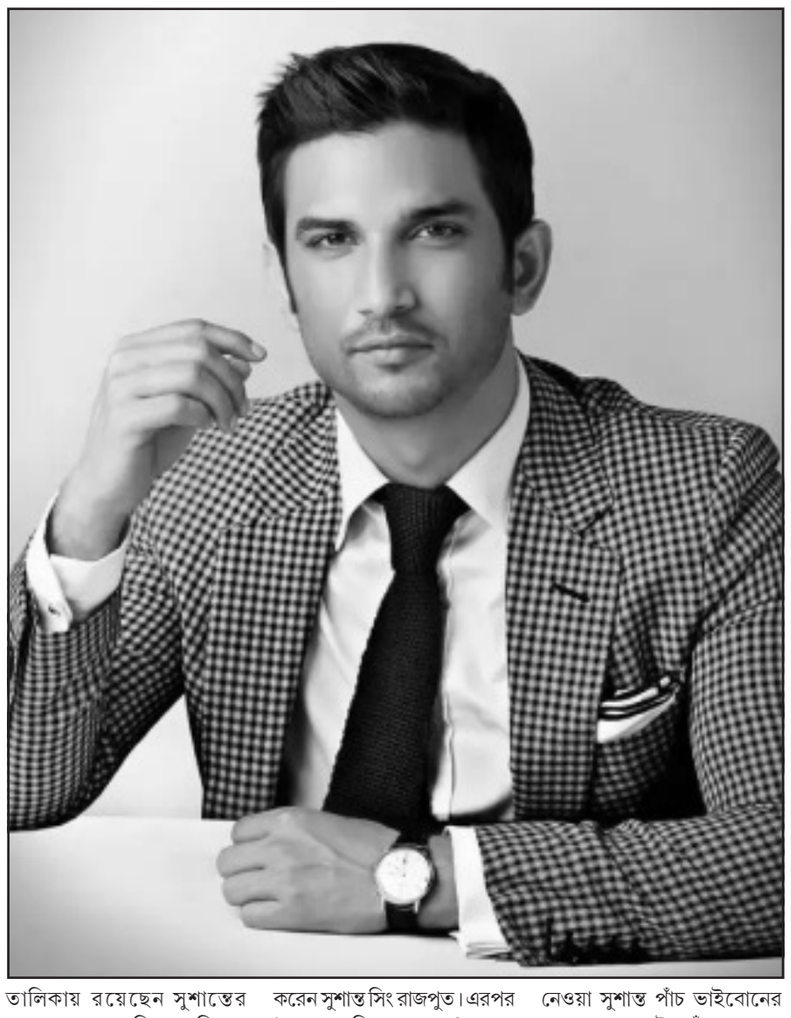

বলিউডে বাজছে একের পর এক বিদায়ঘণ্টা। ইরফান খান, ঋষি কাপুরের পর ওয়াজিদ খানের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ছিল বলিউড। এর মধ্যে ১৪ জুন বান্দ্রার কার্টার রোডের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে উদ্ধার হয় সুশান্তের ঝুলন্ত দেহ। তাঁর ময়নাতদন্তের পূর্ণ রিপোর্টে স্পষ্ট যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তরুণ অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। অবশ্য সুশান্তের পরিবারের অভিযোগ ছিল যে তাদের সন্তানকে সুপরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।

আত্মহত্যার মামলার তদন্তে নেমে মুম্বাই পুলিশ জানিয়েছে, অভিনেতার ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট বলছে, আত্মহত্যাই করেছেন অভিনেতা। অন্য কোনো দিক নেই এই মৃত্যুতে। তবু প্রয়াত অভিনেতার ভিসেরা রিপোর্টের অপেক্ষায় ছিল পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে সুশান্তের ভিসেরা বা ফরেনসিক রিপোর্টও প্রকাশ করা হয়েছে। সুশান্তের ভিসেরা বা ফরেনসিক রিপোর্টে কোনো বিশেষ কেমিক্যাল পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি অ্যালকোহল। মুম্বাইয়ের জেজে হাসপাতালে সুশান্তের ভিসেরা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তারাই গতকাল রিপোর্ট প্রকাশ করে মুম্বাই পুলিশের কাছে।

এর আগে গত ২৪ জুন সুশান্তের ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে মুম্বাই পুলিশ। চিকিৎসকদের কাছ থেকে পাওয়া সুশান্ত সিং রাজপুতের ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, আত্মহত্যাই করেছেন এই অভিনেতা। গলায় ফাঁস লাগার ফলে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। পাশাপাশি রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, তাঁর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। গলা টেপার কোনো চিহ্ন মেলেনি, পাওয়া যায়নি নখের দাগ।

সুশান্তের আত্মহত্যার ঘটনাটির তদন্ত করছে মুম্বাই পুলিশ। জানা গেছে, তদন্তের স্বার্থে মুম্বাই পুলিশ এ পর্যন্ত মোট ২৩ জনের বয়ান রেকর্ড করেছে। অভিনেতার পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন সুশান্তের কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা। বলিউডের কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবরা এবং সুশান্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মডেল-অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বান্দ্রা পুলিশ। এ ছাড়া যশ রাজ ফিল্মসের সঙ্গে সুশান্তের যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল, সেটাও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী আধিকারিকেরা। পুলিশ সূত্রে খবর, যশ রাজ ফিল্মসের সঙ্গে চুক্তি ভেঙে দিয়েছিলেন সুশান্ত। পুলিশকে এমনটাই জানিয়েছেন রিয়া চক্রবর্তী।

এমনকি রিয়াকেও চুক্তি ভাঙার পরামর্শ দেন সুশান্ত। ২০১২ সালে যশ রাজ ফিল্মসের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সই করেন সুশান্ত সিং রাজপুত। এরপর 'শুদ্ধ দেশি রোমান্স' এবং 'ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী'যশ রাজের ব্যানারে এই দুই ছবিতে অভিনয় করেন তিনি। এসব সূত্রে সুশান্তের এই মর্মান্তিক পরিণামের জন্য বলিউডকে দায়ী করেছেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌতসহ আরও বেশ কয়েকজন। এ জন্য তাঁরা বলিউডের 'স্বজনপোষণ' নীতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁদের ভাষ্য, সুশান্ত আত্মহত্যা করেননি, তাঁকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। বলিউডের কিছু মানুষের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন অনেকেই।

১৯৮৬ সালের ২১ জানুয়ারি জন্ম নেওয়া সুশান্ত পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট। তাঁর বড় চার বোন আছেন। ২০১৩ সালে 'কাই পো চে' দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে সুশান্তর। একই বছরে মুক্তি পায় 'শুদ্ধ দেশি রোমান্স'। ২০১৬ সালে 'ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি' মুক্তির পর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি সুশান্তকে। শুধু ক্যারিয়ার আর লাইফ নয়, ব্যক্তিগতভাবেও সুশান্ত ছিলেন অনেক মেধাবী। ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানে জাতীয় অলিম্পিয়াড বিজয়ী। আকাশের রহস্যময় জগতের প্রতি ছিল এক অন্য রকম আকর্ষণ। তাই তো ব্যালকনিতে বসিয়েছিলেন টেলিস্কোপ।

সুশান্তের আত্মহত্যার তদন্তে বানসালি, কঙ্গনাকে পুলিশের তলব

সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যার তদন্ত চালাচ্ছে মুম্বাই পুলিশ। সম্প্রতি সঞ্জনা সঙ্গীর বয়ান নিয়েছে তারা। সুশান্তের শেষ অভিনীত ছবি 'দিল বেচারা'র নায়িকা সঞ্জনা। প্রায় ৯ ঘণ্টা বলিউডের এই নবাগত নায়িকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে মুম্বাই পুলিশ। তবে এবার পুলিশ বিটাউনের 'হেভিওয়েট' কিছু তারকাকে তলব করতে চলেছে বলে জোর গুঞ্জন। এ তালিকায় সঞ্জয় লীলা বানসালি, কঙ্গনা রনৌত ও শেখর কাপুরের মতো তারকাদের নাম আছে।

বান্দ্রা পুলিশ সুশান্তের আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও পেশাগত সম্পর্কে জড়িত বেশ কিছু ব্যক্তির বয়ান নিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এবার বলিউডের নামজাদা চিত্র নির্মাতা সঞ্জয় লীলা বানসালিকে ডেকে পাঠাবে বান্দ্রা পুলিশ। ৩৪ বছর বয়সী এই সুপারস্টারের আত্মহত্যার রহস্যের জট খুলতে পুলিশ এই কেসের সঙ্গে জড়িত সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সম্ভবত কাল, অর্থাৎ শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ বানসালি বান্দ্রা পুলিশ স্টেশনে আসতে পারেন। সুশান্তের আত্মহত্যার ঘটনার সঙ্গে বানসালির নাম উঠে আসার পেছনে আছে একটি ছবি। সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত ব্লকবাস্টার ছবি 'গলিয়ো কি রাসলীলা রাম—লীলা'-তে প্রথমে সুশান্তের অভিনয়ের কথা ছিল। পরে দীপিকার বিপরীতে, সুশান্তের পরিবর্তে রণবীর সিংকে নেওয়া হয়। পুলিশ বানসালির কাছ থেকে এই রদবদলের প্রকৃত কারণ জানতে চায় রণবীরের মতো সুশান্তও যশ রাজ ফিল্মসের আবিষ্কার। তাই পুলিশ খতিয়ে দেখতে চায় যে যশ রাজ ফিল্মস রণবীর সিংকে সুশান্তের পরিবর্তে নেওয়ার জন্য বানসালির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল কি না। বানসালির 'রাম—লীলা' ছবিটি থেকে জোর করে বাদ পড়ার কারণেই কি সুশান্ত মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন? পুলিশ এ বিষয়ও খতিয়ে দেখতে চায়।

পুলিশকে তদন্তে কিছুটা আলোকপাত করেছিলেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত এবং চিত্র নির্মাতা শেখর কাপুর। তাই পুলিশ তদন্তের স্বার্থে এই দুই বলিউড তারকাকেও ডেকে পাঠাতে পারে। যশ রাজের কাস্টিং ডিরেক্টর শানু শর্মা রণবীর সিং ও সুশান্তের মতো প্রতিভাকে আবিষ্কার করেছিলেন। পুলিশ শানুকে আগেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ দ্বিতীয়বার তাঁকে ডেকে পাঠাতে পারে।

টিকটক বন্ধ লকডাউনের সেরা ঘটনা: মালাইকা

ভারতে টিকটক বন্ধ করে দেওয়ায় অনেক বড় ও ছোট পর্দার তারকার মাথায় হাত, তবে এখন? মালাইকা ঠিক তার বিপরীত ঘরানার। বরং টিকটক বন্ধ করায় যাঁরা খুশি হয়েছেন, বলিউড তারকা ও মডেল মালাইকা অরোরা তাঁদেরই একজন। টিকটক বন্ধ হওয়ায় দারুণ খুশি ৪৬ বছর বয়সী এই 'ছাইয়া ছাইয়া', 'মুন্নি বদনাম হুয়ি' গানের নৃত্যশিল্পী। এটিকে লকডাউনে ঘটা সেরা ঘটনা বলেও উল্লেখ করেন তিনি। নিজের ইনস্টাগ্রামে একটা পোস্টের মাধ্যমে মোদি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি লেখেন, 'টিকটক বন্ধের ঘোষণা এই লকডাউনে আমার শোনা সেরা সংবাদ। অবশেষে আমরা এখন মানুষের উদ্ভট ভিডিওর অংশ হব না।'তবে বলিউডের 'টিকটক তারকা' শিল্পা শেঠি, রীতেশ দেশমুখ, কার্তিক আরিয়ান, আলিয়া ফার্নিচারওয়ালা, জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ বা জারিন খানের নিশ্চয়ই মন ভালো নেই। তাঁরা নিয়মিত টিকটকে সক্রিয় ছিলেন। বিশেষ করে এই লকডাউনে অনেকেরই দিনের একটা বড় সময় কাটছিল টিকটক ভিডিও বানিয়ে বা দেখে। অনেক টিকটক তারকা আছেন, টিকটক ভিডিও বানানো যাঁদের পেশা। প্রায় ২০ কোটি ভারতীয়ের টিকটক অ্যাকাউন্ট ছিল।

টিকটক, উইচ্যাটসহ চীনা ৫৯টি অ্যাপ বন্ধ করে দিয়েছে ভারত সরকার। এসব অ্যাপ দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক বলে অভিযোগ তুলে, তা বন্ধ করা হয়েছে। ভারত সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এসব অ্যাপ ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা, ভারতের প্রতিরক্ষা, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। সরকারি ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বিভিন্ন সূত্র থেকে তারা অভিযোগ পাচ্ছে, এসব অ্যাপ তথ্য চুরি করে, তা স্থানান্তর করছে।

বলিউডের সফল বহিরাগত

পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, দলবাজিঅভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর বলিউডের এসব কদর্য রূপ অনেকের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হচ্ছে, বলিউডের রঙিন দুনিয়ায় জায়গা করে নিতে চাইলে একজনকে হতে হবে এই জগতেরই কোনো প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান, কিংবা মাথার ওপর থাকতে হবে কোনো 'গডফাদার'। এর কোনোটাই ছিল না সুশান্তের। বলিউডে এমন শিল্পীদের বলা হয় 'আউটসাইডার' বা 'বহিরাগত'। পদে পদে তাঁদের উপহাসের শিকার হতে হয়, একটা সুযোগের জন্য সংগ্রাম করতে হয় রাত—দিন। সুশান্ত এরপরও নিজের মেধা দিয়ে আলো ছড়িয়েছেন, অর্জন করেছেন সবার ভালোবাসা। বলিউডে নিজ গুণে খ্যাতি পাওয়া এমনই কয়েকজন বহিরাগতকে নিয়ে আজকের প্রতিবেদন। লিখেছেন দেবারতি ভট্টাচার্য।

ভারতের উত্তর প্রদেশের ছোট্ট শহর বারেলি থেকে উঠে আসা প্রিয়াঙ্কার স্বপ্ন এখন আকাশ ছুঁয়েছে। বিশ্বসুন্দরী খেতাব জয়ের পর ধীরে ধীরে বলিউডে নিজের ভিত পোক্ত করেন তিনি। এমনকি হলিউডের খাতায় নিজের নাম লিখিয়ে ফেলেন বলিউডের এই 'দেশি গার্ল'। তাঁর বাবা ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিকিৎসক, মা-ও তাই। তবে মা-বাবার পথে না গিয়ে প্রিয়াঙ্কা ছোটেন অভিনয়ের দিকে। আজ তিনি বলিউডের উজ্জ্বল তারাদের একজন। প্রযোজক হিসেবেও এগিয়ে প্রিয়াঙ্কা।

শুরু থেকেই ইরফান চেয়েছিলেন অভিনেতা হতে। অভিনেতা না হলে হয়তো ক্রিকেটার হতেন। 'ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা' থেকে পাস করে সোজা চলে আসেন মুম্বাইয়ে। শুরু এক নিদারুণ সংগ্রামের। তারপর তাঁর সাফল্যের কথা কারও অজানা নয়। আজ ইরফান নেই। তাঁর শূন্যতা কখনোই পূরণ হওয়ার নয়।

বিখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রকাশ বাবার পথেই হেঁটেছিলেন তিনি। দুনিয়ায় নাম লেখান। এরপর একের তিনি। শাহরুখ খানের হাত ধরে তাঁর পদ্মাবতী, মাস্তানি, লক্ষ্মীসহআরও বারবার। আজ এই বলিউড নায়িকা তালিকায় নিজের নাম লিখিয়েছেন। তাঁর পারিশ্রমিক সবচেয়ে বেশি।

আয়ুষ্মানের বাবা পেশায় জ্যোতিষী। লেখেন। আয়ুষ্মানও বাবার মতো সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশোনা রাখেন তিনি। নাটক, পথনাটক, হিন্দি ছবিতে সুযোগ পান আয়ুষ্মান। কারণ, তাঁর কোনো গডফাদার ছিল তকমা। তবে আয়ুষ্মানের তেজ দিয়ে নিজের জাত চিনিয়ে দেন আয়ুষ্মান। এরপর থেকে সফলতা তাঁর ছায়াসঙ্গী।

সেনা কর্মকর্তার কন্যা আনুশকা। তিনি এই পরিচয়ে সবচেয়ে বেশি গর্ববোধ করেন। বেঙ্গালুরুতে বেড়ে ওঠা আনুশকা চেয়েছিলেন সাংবাদিক অথবা মডেল হতে। তারপরও অভিনয়ে পা রাখেন। ক্যারিয়ারের শুরুতেই আনুশকা যশ রাজ ব্যানারের মতো প্রযোজনা সংস্থার রাব নে বানা দি জোড়ি ছবিতে কাজের সুযোগ পান। আর তাতে শাহরুখ খানের মতো সুপারস্টারকে নায়ক হিসেবে পান। বলিউডের তিন খানের সঙ্গেই তাঁর সুপারহিট ছবি আছে। প্রযোজক হিসেবেও আনুশকা এখন বলিউডে বেশ এগিয়ে।

অভিনয় বিষয় নিয়ে স্নাতক করেছিলেন রাজকুমার। দিল্লির গুরগাঁওতে বেড়ে ওঠা। মঞ্চনাটক দিয়ে অভিনয় জগতে প্রবেশ। শাহরুখ খানের মতো তারকা তাঁকে সব সময় প্রেরণা দিয়ে এসেছেন। তবে একটু অন্য পথে হেঁটেছিলেন রাজকুমার। বাণিজ্যিক ঘরানার ছবির বাইরে অন্য ছবিতে তাঁকে বেশি দেখা যায়। শাহিদ, ট্র্যাপড, সিটিলাইটস, আলিগড়, নিউটন-এর মতো বিষয়নির্ভর ছবিতে অভিনয় করে হিন্দি ছবির দুনিয়ায় এক নতুন ধারা উন্মুক্ত করেন তিনি।বলিউডের শক্তিশালী অভিনেত্রীদের মধ্যে বিদ্যা একজন। মনেপ্রাণে তিনি অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন। স্নাতকোত্তর পাস করে পুরোপুরি অভিনয়ে মন দেন বিদ্যা। 'হাম পাঁচ' ধারাবাহিকের মধ্যে পরিচিতি পেয়েছিলেন বিদ্যা। তবে তাঁর লক্ষ্য ছিল সিনেমা। গৌতম হালদার পরিচালিত ভালো থেকো ছবি দিয়ে বিদ্যার সিনেমায় অভিষেক। এরপর একাধিক সফল ছবিতে বিদ্যা প্রমাণ করেছেন, তাঁর মতো দাপুটে অভিনেত্রীর সংখ্যা বলিউডে হাতে গোনা।

পাড়ুকোনের কন্যা দীপিকা। শুরুতে তবে হঠাৎই দীপিকা ফ্যাশনের পর এক সাফল্যের সিঁড়িতে চড়েছেন বলিউডে অভিষেক। এরপর পিকু, নানা রূপে দীপিকা মুগ্ধ করেছেন বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির এ মুহূর্তে বলিউড নায়িকাদের মধ্যে

মাঝেমধ্যে অল্পবিস্তর কবিতা কবিতা লিখতে ভালোবাসেন। করলেও ধীরে ধীরে অভিনয়ে পা বেতার, টেলিভিশনে অভিনয়ের পর তবে তাঁর এই পথ ছিল সংঘর্ষে ভরা। না, ছিল না 'তারকা সন্তান'-এর দমানো যায়নি। ভিকি ডোনার ছবি

আলিয়া আর হৃতিক পেলেন অস্কারের ডাক

একাডেমি অব মোশন পিকচার্স আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স তাদের কমিটিতে নতুন ৮১৯ জনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। নতুন সদস্যদের শতকরা ৪৫ জন নারী আর ৩৬ ভাগ কৃষ্ণাঙ্গ। অস্কারে বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য আর নেপোটিজম নিয়ে নানা অভিযোগ আর বিতর্ক কমাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন সদস্যদের ভেতর বলিউড থেকে আছেন হৃতিক রোশন ও আলিয়া ভাট। আগামী এক বছর এই দুজন অস্কারের ক্ষেত্রে ভোট দিতে পারবেন ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মত প্রকাশ করতে পারবেন। ভারত থেকে আরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছেন ভারতীয় কাস্টিং ডিরেক্টর নন্দিনী শ্রীকান্ত, কস্টিউম ডিজাইনার নীতা লুল্লা, নির্মাতা নিশা জৈন, অমিত মধেশিয়া, ভিজুয়াল ইফেক্ট সুপারভাইজার বিশাল আনন্দ ও সন্দীপ কমলকে। অস্কারের অফিশিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে বুধবার এই তালিকা শেয়ার করা হয়। ক্যাপশনে লেখা, আমাদের নতুন কমিটি সদস্যদের হ্যালো বলুন। ইতিমধ্যে হৃতিক আর আলিয়ার কাছেও অস্কার কমিটির অফিশিয়াল চিঠি পৌঁছেছে।২০২০ সালে অস্কারের জন্য আলিয়া ভাটের 'গালি বয়' সিনেমাটি পাঠানো হয় "সেরা বিদেশি ভাষার ছবি" বিভাগে। এই সিনেমায় ভালো অভিনয়ের জন্য অস্কার কমিটি থেকে ডাক পেলেন ২৭ বছর বয়সী আলিয়া। উল্লেখ আছে আলিয়া অভিনীত "রাজি" ছবিটির কথাও। অন্যদিকে ৪৬ বছর বয়সী হৃতিক রোশন উপহার দিয়েছেন ২০১৯ সালের সবচেয়ে অর্থ উপার্জনকারী ছবি, "ওয়ার"। ২০১৯ সালের সেরা ১০ আয় করা সিনেমার তালিকায় রয়েছে হৃতিকের আরও একটা ছবি, "সুপার থার্টি"।এর আগে পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ, জোয়া আখতার এবং অভিনেতা অনুপম খেরও অস্কার কমিটির সদস্য হয়েছেন। এ বছর ডিরেক্টরস ক্যাটাগরিতে সদস্য হওয়ার ডাক পেয়েছেন জোয়া, শর্ট ফিল্ম অ্যান্ড ফিচার অ্যানিমেশন বিভাগের জন্য কমিটির তরফে বেছে নেওয়া হয়েছে অনুরাগ কশ্যপকে। অস্কার কমিটির প্রেসিডেন্ট ডেভিড রুবিন বলেন, "আমরা সব সময় কমিটিতে দুর্দান্ত মেধাবীদের ডাকি, যাঁরা বিশ্ব চলচ্চিত্রে একটা বড় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন। আমরা সব সময় বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখেছি। আর এখন বৈচিত্র্য আরও বেশি প্রাধান্য পাবে।" অস্কার নিয়মিতই বলিউড তারকাদের তাদের কমিটিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে। এর আগে অস্কার কমিটিতে ডাক পেয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, মাধুরী দীক্ষিত, টাবু, অনিল কাপুর, আমির খান, সালমান খান, ইরফান খান, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, দীপিকা পাড়ুকোনসহ অনেকে।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক বজেন্দ্র মগ চৌধুরী পার্থিব দেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

৬ জুলাই থেকে খুলেবে এএসআই-এর তত্ত্বাবধানে থাকা দেশের সব ঐতিহাসিক স্থান

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি. স.) : আগামী ৬ জুলাই থেকে খুলেছে, তাজমহল, কুতুবমিনার সহ দেশের সব ঐতিহাসিক স্থান। এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল। এর ফলে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে থাকা সাড়ে তিন হাজারের বেশি সৌধ খুলে যাচ্ছে এবার। বৃহস্পতিবার টুইটারে সৌধ খোলার ঘোষণা করে প্রহ্লাদবাবু বলেন, করোনা সংক্রান্ত সমস্ত সুরক্ষাবিধি মেনেই ফের চালু হবে পর্যটন।
এর আগে জুন মাসে ৮২০টি মনুমেন্ট খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র, যেখানে ধার্মিক অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়। করোনার জেরে প্রায় ৩৬৯১টি কেন্দ্রের দেখভালে থাকা সৌধ ও ঐতিহাসিক স্থান পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল মোদী সরকার।এবার সেগুলি খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। যে সব সৌধগুলির দেখভাল করে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, সেগুলির ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে। পর্যটন ও সংস্কৃতি বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল এই ঘোষণা করে এদিন টুইটারে জানান যে, করোনা সংক্রান্ত সমস্ত সুরক্ষাবিধি মেনেই ফের চালু হবে পর্যটন। সূত্রের খবর যে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক হতে পারে। যদিও রাজ্যগুলোর অনুমতি নিয়েই স্মারক, সমাধি ও মনুমেন্ট খুলতে উদ্যোগ নেবে মন্ত্রক। এমনটাও জানিয়েছেন মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল।
স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের গাইডলাইনস মেনেই এসব স্থানে পর্যটকরা আসতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে। এখনই অবশ্য কতলোক এসব স্থানে আসবেন, সেই নিয়ে সন্দেহ আছে।
হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে একই দিনে দুই সরকারী কর্মচারীর মৃত্যু। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়ায়। জানাগেছে এদিন সকাল আটটা নাগাদ গন্ডাছড়া দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা অভিমান্য ত্রিপুরা (৪৮) নিজ বাড়িতে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসাধিন অবস্থায় হাসপাতালেই তার মৃত্যু ঘটে। উল্লেখ্য অভিমান্য ত্রিপুরা ডুম্বুরনগর আরডি ব্লকে গ্রুপ ডি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। অপর দিকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় অনিষ্ট সরকার (৪৯) হৃদ রোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালের বেডে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। উল্লেখ্য অনিষ্ট সরকার গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে জিডিএ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ওনার বাড়ি সরমা এলাকার নিখিল সরকার পাড়া। গত তিন বছর আগে বাইক দুর্ঘটনায় ওনার স্ত্রী মারা যায়। ওনার তিন মেয়ে বর্তমান। তার আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলায় ১২টি বিএসএফ ক্যাম্প বন্যার কবলে, কোমর জলে দাঁড়িয়ে প্রহরা সীমান্তে

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ২ জুলাই (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়ি এবং দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১০ থেকে ১২টি বিএসএফ ক্যাম্পের অবস্থা খুবই শোচনীয়। দেশের সুরক্ষার স্বার্থে কোমর জলে দাঁড়িয়েই বিএসএফ জওয়ানদের দিনরাত নজরদারি চালিয়ে যেতে হচ্ছে। বন্যার সময় সীমান্তে সক্রিয় হয়ে উঠেছে গরু পাচারকারীর দল। এরই মধ্যে বিএসএফ জওয়ানরা যন্ত্রচালিত নৌকায় করে সীমান্তে কড়া নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন। গত কয়েকদিনের মধ্যে জওয়ানরা প্রায় ১৫ হাজার গরু এবং বহু পাচারকারীকে আটক করে পুলিশের হাতে সমঝে দিয়েছেন। কড়া নজরদারি চালাতে গিয়ে একাংশ জওয়ানের পায়ে ঘা, চর্মরোগের মতো রোগের সৃষ্টি হয়েছে।
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে হাতিরচর বিএসএফ ক্যাম্পের কমান্ডেন্ট জানান, ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে জওয়ানরা অতি কষ্টে কোনও রকম আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে নেই পানীয় জল, শৌচালয়ের ব্যবস্থা পর্যন্ত। দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার অধীনে শিশুমারা, বরাইর আলগা, খাগরারচর, নতুন দেওয়ানের আলগা, পুরনো দেওয়ানের আলগা, হাতিরচর বিএসএফ ক্যাম্প সমেত ধুবড়ি জেলার অধীনে মহামায়া, চৌকিরচর, সোলাপাড়া সহ প্রায় ১০-১২টি বিএসএফ ক্যাম্প বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে গেছে।
বন্যায় দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার ৬২টি রাজস্ব গ্রাম জলে প্লাবিত হয়েছে। নষ্ট হয়েছে ১,৭২৫ হেক্টর চাষের জমি। বন্যার কবলে পড়েছে গরু, ছাগল, মোষ সমেত অন্যান্য সব গৃহপালিত পশু।
উল্লেখ্য, সরকারি তথ্য মতে, জেলার অধীনে দক্ষিণ শালমারা নির্বাচন ক্ষেত্রের ৩৭টি রাজস্ব গ্রাম এবং মানকাচরের ২৫টি রাজস্ব গ্রাম বর্তমানে জলের তলায়। অঞ্চলের মোট ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩১২ জন বন্যার কবলে পড়েছেন। তার মধ্যে দক্ষিণ শালমারা কেন্দ্রের ১ লক্ষ ২৯ হাজার পাঁচ এবং মানকাচর কেন্দ্রের ৬৬ হাজার ৩০৭ জন বন্যার কবলে পড়েছেন। গত প্রায় ১০ থেকে ১২ দিন ধরে এলাকার মানুষ বন্যায় চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই জেলার গোটাবাড়ি থেকে খোপাতিয়া বাজার সংযোগী পথ, দক্ষিণ শালমারা কলেজ থেকে টুমনি বাঁধ বন্যার জলে ভেসে গেছে। জেলার শেবলটারি গ্রাম পঞ্চায়েত, চৈতারচর প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড রাজস্ব গ্রামে ব্রহ্মপুত্রের বাড়তি জল ঢুকে গৃহহীন করেছে বহু বাসিন্দাকে।

লাদাখে যাবেন না রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি. স.): লাদাখ সফরের নির্ধারিত সূচি বাতিল করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। শুক্রবার সেনাবাহিনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রশাসিত লাদাখ যাওয়ার কথা ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর। কিন্তু তার একদিন আগে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সেই সফর বাতিল করে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ফের লাদাখ যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।
আগামীকাল শুক্রবার, লাদাখ যাওয়ার কথা ছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রীর। তার সঙ্গে সেনাপ্রধানের যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সফর বাতিল করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছিল যে লাদাখ সফরে প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে লেহতে অবস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৪ নম্বর কর্পসের কার্যালয় বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অবগত করানো হবে। শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গিয়েছে।
উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৫ ই জুন, সোমবার রাতে গালওয়ান উপত্যকায় টহলরত ভারতীয় সেনা জওয়ানদের লক্ষ্য করে অতর্কিতে হামলা চালায় লালফৌজ।শহীদ হন ২০ জন ভারতীয় জওয়ান। দুই তরফের হাতাহাতিতে ৪৩ জন চিনা সেনা মারা যান।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১৪৭ জনের, রাশিয়ায় করোনায় মৃত বেড়ে ৯,৬৮৩

মস্কো, ২ জুলাই (হি.স.): রাশিয়ায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বেড়েই চলেছে, মৃত্যুর পাশাপাশি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে রাশিয়ায়, নতুন করে ১৪৭ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯,৬৮৩।
বৃহস্পতিবার রাশিয়ায় স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাশিয়ায় নতুন করে ১৪৭ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৯,৬৮৩-তে পৌঁছেছে। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারা দিনে) আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৭৬০ জন। ফলে প্রাণঘাতী ভাইরাসে মোট ৬ লক্ষ ৬১ হাজার ১৬৫ জন সংক্রমিত হয়েছেন রাশিয়ায়।

ভারতে ১ জুলাই পর্যন্ত ৯০,৫৬,১৭৩টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে : আইসিএমআর

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তার থেকেও দ্রুত গতিতে চলছে নমুনা পরীক্ষা। ১ জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারতে ৯০,৫৬,১৭৩টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় এক কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ জানিয়েছে, ১ জুলাই পর্যন্ত ৯০,৫৬,১৭৩টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। শুধুমাত্র ১ জুলাই ২,২৯,৫৮৮ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।দিন যত যাচ্ছে পরিস্থিতি ততই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভয়াবহ হয়ে উঠছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রকোপ। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৯,১৪৮ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৭,৮৩৪ জন এবং সংক্রমিত ৬,০৪,৬৪১ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৫৯,৮৬০ জন।

২৮ হাজারের বেশি প্রবাসী ভারতীয়কে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে

মুম্বই, ২ জুলাই (হি. স.): করোনা মহামারীর জেরে বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের স্বদেশে ফেরার জন্য বন্দেভারত অভিযান অব্যাহত। এই অভিযানের অন্তর্গত ১৮২ টি বিমানে করে ২৮ হাজার ৪৩২ জন ভারতীয়কে নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র মুম্বইয়ের রয়েছেন ১০৩৪৭, মহারাষ্ট্রের অন্য জেলার বাসিন্দা হল ৯৭৫২, অন্যান্য রাজ্যের ৮৩৩৬। ৫ জুলাই পর্যন্ত আরও ৪০ বিমানে করে প্রবাসী ভারতীয়দের মুম্বইতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী ব্রিটেন, সিঙ্গাপুর, ফিলিপিনস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ইথিওপিয়া, আফগানিস্তান, ওমান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নেদারল্যান্ড, জাপান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, কাতার, মরিশাস, ব্রাজিল, হংকং, থাইল্যান্ড, কেনিয়া, ফ্রান্স, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতীয়দের উদ্ধার করে এখনো পর্যন্ত স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে এদের প্রত্যেককে মুম্বই বিমানবন্দরে হয়েছে। স্বদেশে ফেরার পরই এদেরকে কোয়ারেন্টাইন এ পাঠানো হয়।

পদ্ম সম্মানের আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি. স.): প্রতিবছর প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন পদ্ম সম্মানে ভূষিতদের নাম ঘোষণা করা হয়। ২০২১ সালের ২৬ শে জানুয়ারি একইভাবে পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হবে।পদ্ম সম্মান পাওয়ার আবেদনের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। চলতি বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবে দেশবাসী। ১৯৫৪ সাল থেকে দিয়ে আসা হচ্ছে পদ্ম সম্মান। শিল্পকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, চিকিৎসা বিজ্ঞান, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞান, সমাজসেবা, বাণিজ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং সহ একাধিক বিভাগে এই সম্মান প্রদান করা হয়ে থাকে। এই সম্মানের তিনটি স্তর আছে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণ। পদ্মশ্রী- যা দেশের চতুর্থ সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান হিসেবে দেওয়া হয়। পদ্মভূষণ- এটি হচ্ছে দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান। পদ্মবিভূষণ-এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান।প্রতিবছর সমাজের বিভিন্ন স্তরের কৃতীরা এই সম্মান পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে।রাষ্ট্রপতি ভবনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সম্মান দেওয়া হয়।

মালিগাঁওয়ে রেলওয়ের সেন্ট্রাল হাসপাতালের দুই নার্স করোনায় আক্রান্ত

গুয়াহাটি, ২ জুলাই (হি.স.) : করোনা আক্রান্তের সংখ্যা মারাত্মক গতিতে বেড়েই চলেছে। দেশের সাথে অসমেও বেড়ে চলেছে সংক্রমণ। বহু চেষ্টা করেও করোনা সংক্রমণ রোধ করা যাচ্ছে না। প্রতিদিন নতুন নতুন সংক্রমণ শনাক্ত হচ্ছে। আজ গুহাটির মালিগাঁওয়ে রেলওয়ের সেন্ট্রাল হাসপাতালের দুই নার্স করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর পরই হাসপাতালের ইন্ডোর পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
৪৮ ঘন্টা অর্থাৎ দু-দিনের জন্য এই পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত দুই নার্স বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিজেদের কর্তব্য পালন করছিলেন। আজ তাঁদের রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর সম্পূর্ণ হাসপাতালকে সেনেটাইজ করা হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালের জরুরিকালীন পরিষেবা যেমন প্রসূতি বিভাগ, এক্সরে, ব্লাডব্যাংক, ওপিডি বিভাগ খোলা রাখা হয়েছে।
উল্লেখ্য, খুব শীঘ্রই মালিগাঁও রেলওয়ে হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হবে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা মালিগাঁওয়ের সেন্ট্রাল হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করার কথা ঘোষণা করেছেন। হাসপাতালের ১২০টি শয্যাকে কোভিড রোগীদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের অনুমতির পরই এটা ব্যবহার করা হবে। এ কথা জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নৃপেন ভট্টাচার্য। অবশ্য এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার লিখিতভাবে এর কোনও অনুমতি প্রদান করেনি যদিও রেল বিভাগ একে তৈরি করে রেখেছে। এর জন্য অন্য কয়েকটি বিভাগ বন্ধ করে রাখা হবে।
জনসংযোগ আধিকারিক নৃপেন ভট্টাচার্য আরও জানান, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের ৩১৫টি কোচকে তৈরি করে রাখা হয়েছে। রেল মন্ত্রালয়ের নির্দেশে চারটি কোচকে মহারাষ্ট্র সরকার ব্যবহার করছে। বাকি ৩১১টি কোচ সম্পূর্ণরূপে সাজিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ভবিষ্যতের জন্য রাখা আছে।

শহরে বনাঞ্চল ফুসফুসের মতন কাজ করে : প্রকাশ জাভরেকব

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি. স.): শহরে বনাঞ্চল ফুসফুসের মতন কাজ করে থাকে। অক্সিজেন ব্যাংক হিসেবে শহরে থাকা বনাঞ্চলগুলি নিজেদের কাজ করে থাকে। এতে করে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা কমতে শুরু করে শহরে।বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। দিল্লির বুকে কেগের সহযোগিতায় একটি ভিন্ন ঘরানার বনাঞ্চলের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সেই উপলক্ষে তিনি এই কথা জানিয়েছেন।৫৯ দেশীয় প্রজাতির

ছয়ের পাতায়

স্বদেশী, স্বাবলম্বী ও শক্তিশালী ভারত : বিদ্যাভারতী অসম-এর স্বাক্ষর অভিযান শুরু

গুয়াহাটি, ২ জুলাই (হি.স.) : স্বদেশী আচার আচরণ, স্বাবলম্বী হওয়ার পথকে আপন করে এক সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী ভারত গড়ার লক্ষ্যে ডিজিট্যাল স্বাক্ষর অভিযান শুরু করল বিদ্যাভারতী-র অন্তর্ভুক্ত শিশু শিক্ষা সমিতি অসম। সমিতির আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এই অভিযান শুরু হয়, চলবে ৫ জুলাই পর্যন্ত।
বিদ্যাভারতী-র অখিল ভারতীয় সম্পাদক তথা পূর্বোত্তর ক্ষেত্র সাংগঠনিক সম্পাদক ব্রহ্মাজি রাও, পূর্বোত্তর ক্ষেত্র সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ড় পবন তিওয়ারি, শিশু শিক্ষা সমিতি অসম প্রদেশের সাংগঠনিক সম্পাদক হেমন্ত ধিং মজুমদার সমেত আরও অন্যান্য কার্যকর্তারা এই অভিযানে যোগ দিয়েছেন।
এই কাজের জন্য প্রত্যেককে নিজের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল বা অন্য স্মার্টফোনে লিংকে গিয়ে নিজের নাম, ই-মেল আইডি, ফোন নম্বর, দেশ, রাজ্য এবং জেলা, এই কয়টি তথ্য পূরণ করে ছড্ডক্সক্কম্ভ বোতামে টিপলেই ফর্মটি জমা হয়ে যাবে।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ কয়েক দশক ধরে গোটা দেশে স্বদেশী জিনিসপত্র সমেত দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সব ক্ষেত্রেই স্বদেশী আচরণের প্রতি সমাজকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত ছয় মাস ধরে অতিমারি করোনা, প্রতিবেশী দেশ চিনের আগ্রাসন নীতি সমস্ত দিক মাথায় রেখে স্বদেশী আচার আচরণকে আপন করার অভিযানকে আরও তীব্র করার লক্ষ্য হাতে নেওয়া হয়েছে। স্বদেশ ভাবনায় নিয়োজিত অন্যান্য সংগঠনের মতো বিদ্যাভারতীও এই অভিযানে সবাইকে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছে। বিদ্যাভারতীর কার্যালয়ে সব কর্মকর্তারা নিজের মোবাইলে ডিজিট্যাল স্বাক্ষর করে অভিযান শুরু করেন।
বিদ্যাভারতীর পূর্বোত্তরের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ড় পবন তিওয়ারি বলেন, শুধু স্বাক্ষর করলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও একে অভ্যাসে পরিণত করতে পারলে তবেই এই অভিযান সফল হবে।

জামাতে অংশগ্রহণকারী বিদেশি নাগরিকদের কালো তালিকাভুক্ত করার মামলার শুনানি হবে ১০ জুলাই

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি. স.): দিল্লির নিজামুদ্দিন মরকজে অংশগ্রহণ করার দায় বিদেশি নাগরিকদের কালো তালিকাভুক্ত করার কেন্দ্রের নির্দেশের বিরুদ্ধে আদালতে দায়ের করা পিটিশনের শুনানি হবে ১০ জুলাই। বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট।
বিদেশি নাগরিকদের কালো তালিকাভুক্ত করার যে নির্দেশিকা কেন্দ্রীয় জারি করেছিল তার প্রতিলিপি আদালতে জমা দিতে হবে কেন্দ্রকে। শুনানি চলাকালীন আইনজীবী সিয়ু সিং এবং মেনকা গুরুস্বামি জানিয়েছেন, এই সকল নাগরিকদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তাদের অবিলম্বে বাড়ি ফেরত পাঠানো উচিত।তারা যদি দ্বিতীয়বার ভারতে আসার চেষ্টা করে তখন তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা হোক। তখন সুপ্রিম কোর্ট জানায় এই বিষয় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করা উচিত।
কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, ২৭৫৬ বিদেশি নাগরিককে তবলীগী জামাতের নিজামুদ্দিন মরকজে অংশগ্রহণ করার দায়ে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সকলকে চিহ্নিত করা যায়নি। ১৯০৬ জনের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি হয়েছে ১১ টি রাজ্যের লকডাউন বিধি লংঘন করার জন্য এদের বিরুদ্ধে ২০৫ টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তখনই আদালত তুষার মেহেতাকে এ বিষয়ে যাবতীয় নথি পেশ করতে বলেছে।

দিলীপ ঘোষের ওপর হামলার অভিযোগে শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ আন্দোলন বিজেপির

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই (হি. স.) : দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে শিলিগুড়িতেও প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করল বিজেপি।
বৃহস্পতিবার ১ নম্বর মণ্ডলের তরফে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তবে বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিত থাকায় কোনও অঘটন ঘটেনি। দোষীদের শাস্তির দাবিতে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয় মহকুমা শাসককে। বিজেপি নেতা কানাইয়া পাঠক বলেন, রাজ্যের সর্বত্র নৈরাজ্য কায়েম করেছে তৃণমূল। পরিকল্পনা করে হামলা চালানো হয়েছে। তার প্রতিবাদেই বিক্ষোভ দেখান হল।
এদিন সকালে বিজেপির কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তবে কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। পুলিশের তরফে জলকামান রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, বুধবার সকালে কলকাতার নিউটাউনে প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে নিজের আবাসনের সামনেই বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপির রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এর পাশাপাশি তাঁর গাড়ি ভাঙচুরও হয় বলে অভিযোগ।
দিলীপ ঘোষের ওপর আক্রমণের ঘটনায় জানা গিয়েছে, কয়েকদিন ধরেই তিনি কলকাতার নিউটাউনের জোতভীম এলাকায় নতুন একটি আবাসনের ফ্ল্যাটে থাকছেন। সেখানে রোজই সকালে বেরিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে জনসংযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি চলে চা চক্রের মতো ছোট ছোট কর্মসূচিও। বুধবারও তেমনই একটি চা চক্রের আয়োজন করা হয় দিলীপ ঘোষের আবাসন সংলগ্ন এলাকায়। দিলীপ ঘোষ ওই কর্মসূচীতে যোগ দিতে যাওয়ার পথেই গন্ডগোল শুরু হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পর বিক্ষোভ চরমে ওঠে।

কোভিড-১৯-এর গণ-সংক্রমণের আশঙ্কায় আতঙ্কিত গোয়ালপাড়া

গোয়ালপাড়া (অসম), ২ জুলাই (হি.স.) : নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়ায় অতিমারি কোভিড-১৯-এর গণ-সংক্রমণের আশঙ্কা করা হচ্ছে। কোভিড সংক্রমিতের সংস্পর্শে আসার কারণে দিন কয়েক আগে জেলার বাসিন্দা টুকুর সূত্রধর নামের এক ব্যক্তি এবং তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে প্রশাসন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল। তার পরও ওই পরিবারের দুই সদস্য প্রকাশ্যে বেরিয়ে কৃষ্ণাই বাজার এলাকায় সবাইকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিব্যি হোটেলের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে করোনা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।
জানা গেছে, সম্প্রতি গুয়াহাটির ধীরেনপাড়ায় এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন জেরিনা নার্জারি নামের এক তরুণি। করোনা সন্দেহে গুয়াহাটি মহানগরে ওই তরুণি নিজের সোয়াব টেস্ট করাতে দিয়ে গোয়ালপাড়ায় ওই টুকুরই এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তরুণিটির সোয়াব টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন পুলিশের সহযোগে খোঁজখবর করে গত সোমবার তরুণিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠায়।
এদিকে কোভিড আক্রান্ত ওই তরুণি তিনদিন ওই পরিবারের সঙ্গে একত্রে কাটিয়েছেন। ফলে গোটা পরিবারকে গোয়ালপাড়া জেলা প্রশাসন কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, কোভিড আক্রান্ত তরুণিটি যখন গোয়ালপাড়ার ওই বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই বাড়ির গৃহস্থ রামকৃষ্ণ মণ্ডলের বাবার মৃত্যু হয়েছিল। তখন গ্রামের বহু বাসিন্দা ওই পরিবারের সংস্পর্শে এসেছিলেন।
এদিকে জেলা প্রশাসন শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ মণ্ডলের পরিবারের সদস্যদের সোয়াব টেস্ট করার জন্য নিয়েছে। আর পরিবারটিকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলেই দায়িত্ব শেষ বলে কেটে পড়েছে, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। গ্রামের অধিকাংশ লোকই করোনা আক্রান্ত ওই পরিবারের সংস্পর্শে আসার পরও গ্রামটিকে কেন কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হল না তা নিয়ে স্থানীয় একাংশ সচেতন মানুষ প্রশ্ন তুলেছেন। কোভিড সংক্রমণ ঠেকাতে তারা গোয়ালপাড়া জেলা প্রশাসনকে এর একটি বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

অসমে কোভিড আক্রান্ত আরও দুজনের মৃত্যু, সংখ্যা বেড়ে ১৪

গুয়াহাটি, ২ জুলাই (হি.স.) : বৃহস্পতিবার অসমে আরও দুই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বিকেলে তাঁর টুইট আপডেটে এই দুঃসংবাদ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। নিহতদের একজন প্রভুদয়াল বিদাওয়াতকা (৭৮) এবং অন্যজন জনৈক সুভাষ কলিতা (৫৬)। তবে তাঁরা কোথকার তা জানা যায়নি। অতিমারি কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত দুই নিহতের চিরশান্তি কামনা করে তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।
রাজ্যে এই দুজনকে নিয়ে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা ১৪ হয়েছে।
এদিকে অসমে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮, ৯৫৫ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে ৫৮৩১ জন আরোগ্য লাভ করে যার যার বাড়ি চলে গেছেন। অন্যদিকে সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩, ১০৯ জন।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গুয়াহাটি মহানগরীতে সামাজিক সংক্রমণ শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২,১১৪ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে এক মহানগরে। ফলে করোনা মোকাবিলায় গত ২৮ জুন মধ্যরাত থেকে আগামী ১২ জুলাই পর্যন্ত ১৪ দিনের জন্য সমগ্র কামরূপ মেট্রো জেলায় জারি করা হয়েছে সম্পূর্ণ লকডাউন। আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রী গুয়াহাটির সব বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। মহানগরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলিতে এই সব রোগীর চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

করোনা আবহে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিয়ের প্রচলন বেড়ে গিয়েছে

মুম্বই, ২ জুলাই (হি. স.): একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেশজুড়ে কোনমতেই কমছে না করোনা মারণ দৌরাত্ম্য।এমন পরিস্থিতিতে অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিয়ে করার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। তারই উদাহরণ পাওয়া গেল মুম্বইতে। নবি মুম্বইয়ে হর্ষিতা অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে চেম্বুরের বাসিন্দা মোহিতকে বিয়ে করেছে। বিবাহের যাবতীয় বৈদিক উপাচার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। আমন্ত্রিত প্রায় ৪০০ অতিথি এই বিয়েতে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যোগ দিয়েছিল।রাজস্থানের উদয়পুরে থাকা পুরোহিত বৈদিক উপায়ে এই বিবাহ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন।
উল্লেখ করা যেতে পারে বিয়ের একদিন আগে হার্শিতা মা-বাবার করোনা ধরা পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে বিয়ের নির্ঘণ্ট পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু মানুষের ইচ্ছার কাছে অনেক সময় প্রতিকূলতাও হার মেনে যায়।তাই অনলাইনের মাধ্যমে হল বিয়ে। পেশায় চিকিৎসক হর্ষিতার বিয়ের জন্য মুম্বইতে একটি হল বুক করা হয়েছিল। কিন্তু তার মা-বাবার শরীরে করোনা ধরা পড়ায় এগুলো সবই ভেস্তে যায়।বর্তমানে অনলাইনে বিয়ে করে খুশি বর, বধূ।

সমগ্র ধলাই, দক্ষিণ ও সিপাহীজলা জেলায় ১৪৪ ধারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সমগ্র ধলাই জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ধলাই জেলার জেলাশাসক এক আদেশবলে জানিয়েছেন আগামী ৩১ জলাই, ২০২০ পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে। প্রতিদিন রাত ১০টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর হবে। জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জেলাশাসক কিছু বিধিনিষেধও আরোপ করেছেন। আদেশে বলা হয়েছে, রাত ১০টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি এক জায়গায় সমবেত হতে পারবেন না। এই সময়ে বিনা প্রয়োজনে কোনও ব্যক্তির চলাফেরা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ থাকবে। সব ধরণের কাজের জায়গায় মুখের আচ্ছাদন ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক এবং মুখের আচ্ছাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে মজত রাখতে হবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মক এবং ত্রিপুরার মুখ্যসচিবের জারি করা বিধিনিষেধগুলিও বলবৎ থাকবে। ধলাই জেলায় কনটেইনমেন্ট জোন ও বাফার জোনের জন্য বিভিন্ন সময়ে জারি করা বিধিনিষেধ অব্যাহত থাকবে। কোনও ব্যক্তি বিধিনিষেধ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোভিড-১৯র পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষার স্বার্থে দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১৯৭৩-র ১৪৪ ধারা অনুযায়ী সমগ্র জেলায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ অনুযায়ী রাত ১০টা থেকে পরের দিন ভোর ৫টা পর্যন্ত সময়ে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই সময়ে জরুরি কাজ ছাড়া কেউ যাতে ঘর থেকে না বেরোন তা-ও দেখা হবে। এই আদেশে আরও বলা হয়েছে অরেঞ্জ জোনে রূপান্তরিত হবার আগ পর্যন্ত কন্টেইনমেন্ট জোনে শুধুমাত্র জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কাজই করা যাবে। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা যাবে না এবং সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মক এবং রাজ্যের মুখ্যসচিবের জারী করা আদেশে যে সমস্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তাও জারি থাকবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আই পি সি'র ১৮৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে এবং তা ৩১ জলাই ২০২০ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

কোভিড-১৯-র পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমকের জারি করা গাইডলাইন অনুযায়ী আনলক-২ চলাকালীন সময়ে সিপাহীজলা জেলায় জরুরী পরিষেবা ছাড়া রাত ১০টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই সময়ে জাতীয় এবং রাজ্য সড়কে মালপত্র, গাড়ী থেকে লোডিং, আনলোডিং করা এবং বাস, ট্রেন, বিমান যাত্রীদের গন্তব্যস্থলে যাবার উপরও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমকের জারী করা এই বিধিনিষেধের পাশাপাশি সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকও ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১৯৭৩-র ১৪৪ ধারা অনুযায়ী রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সময়ে সমগ্র সিপাহীজলা জেলায় সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ (নৈশ কার্ফ) আরোপ করেছেন। এছাড়া জেলার অন্তর্গত বিশালগড় ও সোনামুড়া মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকায় এই সময় সাধারণ মানুষের চলাচলের উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধ ১লা জলাই ২০২০ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং ৩১ জলাই ২০২০ পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

আমিন মোল্লা

তিনের পাতার পর

অর্থনীতির নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি মঞ্জুর আহমেদ অনিক, কাউন্সিলর অফিসের সচিব সাইফুল ইসলাম বাবু, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আসমা আক্তার সহ স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

জকোভিচ

তিনের পাতার পর

সংক্রামিত হন জকোভিচের কোচ গোরান ইভানিসেভিচও, যিনি আদ্রিয়া ট্যুরের ডিরেক্টরের ভূমিকা পালন করছিলেন।

জকোভিচের এমন অবিবেচকের মত কাজ অনেককে স্বস্থ্য সংকটে ফেলে দেওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন টেনিস তারকা। নিজের ভুল স্বীকার করে জোকার ক্ষমা চেয়ে নিলেও আদ্রিয়া ট্যুর নিয়ে সমালোচনা হয় বিস্তর।শেষ পর্যন্ত জকোভিচ করোনামুক্ত হওয়ায় স্বস্তির হাওয়া আন্তর্জাতিক টেনিসমহলে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিজ বাড়িতে ড্রাগন ফ্রুট চাষ করে লাভবান রুবেন রাংলং

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২ জুলাই।। চাকরি জীবনে কৃষকদের সাথে থেকে কৃষিকাজে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ বাড়িতে ড্রাগন ফ্রুট চাষ করে বেশ লাভবান রুবেন রাংলং নামের এক ব্যক্তি। উত্তর জেলার নোয়াগাঙ্গ এডিসি ভিলেজের স্থায়ী বাসিন্দা রুবেল রাংলং নিজের চাকরি জীবনে আইজল এবং ঊনকোটিতে কৃষকদের সাথে বেশ কয়েক বছর থাকার পর কৃষকদের কৃষিকাজে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে ৪ বছর পূর্বে নিজ বাড়িতে ১০০ টি ড্রাগন ফ্রুটের চারা লাগিয়ে ড্রাগন চাষ শুরু করেন।কোন সরকারি সাহায্য ছাড়াই নিরুদ্যগা শুরু করেন ড্রাগন ফলের চাষ।এক ফুট থেকে দেড় ফুট সাইজের ড্রাগন ফ্রুটের চাড়া গুলি আইজল থেকে কিনে এনে প্রথমবারের মতো ড্রাগন চাষ শুরু করেন। চারা লাগানোর দেড় বছরের মাথায় ১০/১২ কেজি ড্রাগন ফুট উৎপাদন করেন। তার পরের বছর অতি মূল্যবান ড্রাগন ফ্রুটের ভালো ফলন পান স্থানীয় রুবেন রাংলং। রুবেন রাংলং ড্রাগন ফ্রুটের ফলের পাশাপাশি ড্রাগন ফলের চারা চাষ করেন। এই মৌসুমে প্রায় ১২ হাজার টাকার ড্রাগন ফলের চারা বিক্রি করেছেন বলে জানান ড্রাগন চাষি রুবেন রাংলং। এক সাক্ষাৎকারে ড্রাগন ফুট চাষী রুবেন রাংলং বলেন, উনি প্রথমে বেশ কিছু ড্রাগন ফ্রুটের চারা কিনে চাষ করেছিলেন শুধুমাত্র ড্রাগণ ফ্রুটের ফলন উত্তর জেলার মাটি ও আবহাওয়ার সাথে খাপ খায় কি না তা উপলব্ধি করার জন্য। প্রথমে তেমন ফল না পেলেও তার পরের বছর থেকে বেশ ভালো ড্রাগন ফ্রুটের ফলন পাওয়া শুরু করেন। তার সাথে ড্রাগন ফ্রুটের ছাড়া করে বিক্রি করেন আর তাতে অনেকটা লাভবান বলেও জানান ড্রাগন চাষি রুবেন। উনি বললেন উন্নত ড্রাগণ ফ্রুটের পিক সিজন হলো জুলাই থেকে অক্টোবর মাস। আর ড্রাগণ গাছে ফুল দেওয়া থেকে ৪৫ দিনের ভেতর ড্রাগণ ফ্রুট সম্পূর্ণভাবে বাজারজাত বা খাবারের উপযোগী হয়ে উঠে। পাশাপাশি উনি আরো বলেন, ড্রাগন ফ্রুট হলো হেলথি ফ্রুট ও ইন্টার্নেশনাল ফ্রুট। যেমন এন্টি ক্যান্সার, এন্টি ডায়াবেটিস, ভিটামিন ই, ভিটামিন সি, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ফ্রুট। তাছাড়া উনার ড্রাগন ফ্রুট চাষের মূল লক্ষ্য হলো, পাহাড়ি অঞ্চলে মানুষ রাবার চাষ করে যতটুক লাভবান হচ্ছেন তার চেয়ে দ্বিগুণ লাভবান হতে পারেন ড্রাগন ফ্রুট চাষ করে। তার জন্যই উনি উনার বাড়িতে ড্রাগণ ফ্রুট চাষ শুরু করেন। উনার ড্রাগন ফুট চাষ করার পর উনার কাছ থেকে ড্রাগন ফ্রুটের ছাড়া কিনে মানুষ ড্রাগন ফলের চাষ শুরু করেছেন বলেও তিনি জানান। ড্রাগন চাষী রুবেন বাবু আরো জানান, যদি কোন বেকার যুবক ধৈর্যের সহিত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ড্রাগন চাষ করতে পারেন তাহলে অনায়াসে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব। পাশাপাশি বেকার যুবক ও পাহাড়ি অঞ্চলের পড়ে থাকা খালি জায়গা গুলিতে সাধারণ জনগণ যাতে ড্রাগন ফলের চাষ করেন তার আহ্বান রাখেন ড্রাগন ফ্রুটের চাষী রুবেন রাংলং।

প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরীর শবদেহ নিয়ে আসা হল নিজবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ জুলাই।। কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরীর মৃতদেহ নিজ বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারী হাসপাতালে পরলোক গমন করেন জোলাইবাড়ীর বাসিন্দা তথা কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী। উনার এই অকাল প্রয়ানে সকলে শোকস্তব্ধ। ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ সালে উনার জন্ম। উনার মৃত্যুহয়েছে ৩০ শে জুন ২০২০ সালে। উনার এই মৃত্যুকে সকল মেনে নিতে পারছেননা। উনার মৃতদেহ আজ বিকেল আনুমানিক ২ ঘটিকায় জোলাইবাড়ী কংগ্রেস ভবনের সামনে নিয়ে আসাহয়। সেখানে কংগ্রেস সমর্থীত কর্মী ও বিগত দিনে যারা উনার সহকর্মী ছিলেন উনারা সকলে এসে উনাকে শেষ শ্রদ্ধা অর্পনকরেন। পরবর্তী সময় প্রাক্তন বিধায়কের মৃতদেহ উনার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়াহয়। উনার মৃতদেহ দেখারজন্য উনার বাড়ীতে লোকজনের ভীরছিলো লক্ষ্যনীয়। প্রাক্তন বিধায়ককে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুশ কান্তি বিশ্বাস, কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক, প্রদেশ যুবকংগ্রেসের সভাপতি পূজন বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দরা। প্রাক্তন বিধায়কের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযুশ কান্তি বিশ্বাস জানান রাজ্যে বিভিন্ন দলের উৎথান পতন হয়েছে কিন্তু ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী কোনোদিন কংগ্রেস দল ত্যাগকরেননি। উনার অকাল প্রয়ানে সকলে শোকস্তব্ধ। অপরদিকে ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরীর সহকর্মী হিসাবে উনার মৃত্যুতে শোকঞ্জাপন করেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। তিনি ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুীর আত্মার সৎগতি কামনা করেন। প্রাক্তন বিধায়কের মৃতদেহ উনার বাড়ীতে নিয়েআসার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

গন্ডাছড়ায় একই দিনে মৃত্যু দুইসরকারী কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২ জুলাই।। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে একই দিনে দুই সরকারী কর্মচারীর মৃত্যু। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়ায়। জানাগেছে এদিন সকাল আটটা নাগাদ গন্ডাছড়া দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা অভিমান্য ত্রিপুরা (৪৮) নিজ বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসাধিন অবস্থায় হাসপাতালেই তার মৃত্যু ঘটে। উল্লেখ্য অভিমান্য ত্রিপুরা ডুম্বুরনগর আরডি ব্লকে গ্রুপ ডি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। অপর দিকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় অনিষ্ট সরকার (৪৯) হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালের বেডে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। উল্লেখ্য অনিষ্ট সরকার গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে জিডিএ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ওনার বাড়ি সরমা এলাকার নিখিল সরকার পাড়া। গত তিন বছর আগে বাইক দুর্ঘটনায় ওনার স্ত্রী মারা যায়। ওনার তিন মেয়ে বর্তমান। তার আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

শনাক্ত ৪,০১৯ জন

তিনের পাতার পর

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১ জুলাই পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২৩ হাজার ৯৭৫ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৮ লাখ ৮ হাজার ৯০৬ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৬৪২ জন এবং এ পর্যন্ত ২২ হাজার ২৩৫ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১ জুলাই পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৬৩ হাজার ৯৩৯ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ১ কোটি ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৬৬২ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৪ হাজার ১৮৮ জন এবং এ পর্যন্ত ৫ লাখ ৮ হাজার ৫৫ জন বলে তিনি জানান। বুলেটিন উপস্থাপনের শুরুতে অধ্যাপক ড় নাসিমা সুলতানা বলেন, দেশের অনেক এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা শুরু হয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় এ দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেষ্ট এবং কাজ করে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্য অধিদফতরও কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে বন্যাকবলিত এলাকায় খাবারসহ সব ধরনের স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এবং অন্যান্য ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট।

হজামারা ব্লকের নয়টি জনবসতি গ্রীন জোন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। মোহনপুর মহকুমার হেজামারা ব্লকের চাঁদপুর ভিলেজ কমিটির ২নং ওয়ার্ডের সুবলগড় পাড়ার নয়টি জনবসতিকে গ্রীন জোন ঘোষণা করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে এই সংবাদ জানিয়ে বলেছেন, গত ৩ জন এই জনবসতিগুলিকে কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছিল। পরবর্তী ১৪ দিন এই এলাকাগুলিতে নতুন কোন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী না পাওয়ায় অরেঞ্জ জোন ঘোষণা করা হয়। ২৮ দিন পরও নতুন কোনও কোভিড-১৯ আক্রান্ত না পাওয়ায় এই নয়টি জনবসতিকে গ্রীন জোন ঘোষণা করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ২৫টি, সুস্থতার হার ৮২ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। ত্রিপুরায় বর্তমানে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা রয়েছে ২৫টি। তাছাড়া এখন করোনা সংক্রমিতের সুস্থ হয়ে ওঠার হার ত্রিপুরায় ৮২ শতাংশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগীদের সুস্থ হয়ে ওঠার হার বর্তমানে ৮২ শতাংশ। গতকাল তা ছিল ৭৮ শতাংশ। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় বর্তমানে সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন ২৪৮ জন। এছাড়া, ত্রিপুরায় করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা এখন ২৫টি। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে ৩২৫ জন এবং গৃহ একান্তবাসে ৪,৭৯৪ জন রয়েছেন।

করোনা

● **প্রথম পাতার পর**

পাঁচজন, খোয়াইয়ে দুইজন, দক্ষিণ জেলায় একজন এবং গোমতী জেলায় একজন। এদিকে, এদিন রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে মোট ৫৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন করোনা আক্রান্ত রোগী।

যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

জামাতা প্রায়ই মনমরা হয়ে থাকতেন।

মৃতের শ্বশুরের দাবি, তাঁর জামাতার সাংসারিক অশান্তি ছিল না। মানসিক অবসাদেও ভুগছিল বলে মনে হচ্ছিল না। কেবল, চুপচাপ থাকতেন এবং কারোর সাথে বিশেষ কথা বলতেন না। আজ সকালে বাড়ির পাশে একটি গাছে ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান তার স্ত্রী। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

শ্বশুর জানিয়েছেন, তাঁদের একটি কন্যা ও পুত্র সন্তান রয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রিমান্ডে

● **প্রথম পাতার পর**

পাড়ায় নিজ বাড়িতে দুষ্কৃতীদের হাতে নৃশংস ভাবে খুন হন আইপিএফটি নেতা ওয়ারিশ আলি এবং এই ঘটনায় তার স্ত্রী গুরুতর বলে আহত হন। বর্তমানে তার স্ত্রী জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে গত ২৮ জুন সিলক বাহন ত্রিপুরা, পরাজয় ত্রিপুরা এবং অন্নজয় ত্রিপুরাকে আটক করে। ২৯ জুন তাদের কোর্টে তুলা হলে মাননীয় আদালত তাদের চার দিনের জেল রিমান্ডে পাঠায়। বৃহস্পতিবার পুনরায় তাদের কোর্টে তুলা হলে কোর্ট তাদের পাচঁ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠায়।

সিপাহীজলায়

● **প্রথম পাতার পর**

ওই প্রক্রিয়ায় প্রচুর সময়ের প্রয়োজন।

তিনি বলেন, আগামী সোমবার ওই পরিবারের সাথে এ-বিষয়ে আলোচনা করব। পূর্বের ছক মেনে কাজ হোক তাঁদের এ-বিষয়ে বোঝানো হবে। তাতে তাঁরা বুঝবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত না করে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ সম্পাদন করতে হবে।

আমবাসায়

● **প্রথম পাতার পর**

এলাকার বাসিন্দারা। ঐ এলাকায় ৪৫টি পরিবারের বসবাস। পানীয় জলের অভাবে তাদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। বিষয়টি প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নজরে আনা হলেও কার্যত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পানীয় জলের বিকল উৎস সংস্কারের উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন সেই কারণেই টানা পনের দিন ধরে বিস্তীর্ণ এলাকা জলশূন্য। সেই কারণে বাধ্য হয়েই এলাকার জনগণ আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। জাতীয় সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধ স্থলে ছুটে আসেন। অবরোধ কারীদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন তারা। দ্রুত ঐ এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই অবশেষে জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করা হয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পানীয় জলের ব্যবস্থা করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ক্যাম্প

● **প্রথম পাতার পর**

যোরহাট, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া এবং পশ্চিম কারবি আংলং জেলা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এএসডিএমএ আরও জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে বন্যা কবলিত ১৬ জেলায় ত্রাণ শিবির কমেছে। আজ মোট ১৬৩টি ত্রাণশিবিরে ১২,৫৯৭ জন বন্যার্ত আশ্রিত রয়েছেন। এছাড়া বহু লক্ষ জীবজন্তু প্রভাবিত হয়েছে। এর মধ্যে বড় পশু রয়েছে ৮,৬৩,৯৩৫টি; ছোট ৪,৪৭,৯২৭টি এবং পল্ট্রি ১০,৪৫,৫০৫টি। অন্যদিকে বসতবাড়িও ধ্বংস হয়ছে বহু। এর মধ্যে মোট ২০৯টি বসতবাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৫১২টি আংশিক ধ্বংস হয়ে গেছে। আজ গোয়ালপাড়া জেলার মাটিয়ায় একজন জলের তোড়ে ভেসে গেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে।

এএসডিএমএ সূত্রে জানানো হয়েছে, ধেমাজি, বরপেটা, বঙাইগাঁও, ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা জেলার বিভিন্ন স্থানে ১২৬টি নৌকা নিয়ে ২,৮৫২ জন এনডিআরএফ, এসডিআরএফ জওয়ান, স্থানীয় মানুষ এবং প্রশাসনের লোকজন উদ্ধারকার্য ও ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনে নিয়োজিত হয়েছেন। আজ বন্যা কবলিত এলাকায় ৪,২২১.৬৭ কুইন্টাল চাল, ৭৮৪ কুইন্টাল ডাল, ১২৩.৯৪ কুইন্টাল লবণ এবং ১,০৪৬.৪৫ লিটার সরষে তেল বণ্টন করা হয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি পূর্ত সড়ক এবং নদীবাঁধ ভেঙেছে বন্যার তোড়ে।

এদিকে, নিম্ন অসমের ধুবড়ি এবং দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার জলে ভাসছে। দুই জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১০ থেকে ১২টি বিএসএফ ক্যাম্পের ওপর দিয়ে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হচ্ছে, অবস্থা খুবই শোচনীয়। দেশের সুরক্ষার স্বার্থে বন্যার জলে দাঁড়িয়েই বিএসএফ জওয়ানদের দিন রাত নজরদারি চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

প্রকাশ জাভরেকব

পাচের পাতার পর

১২ হাজার চারা আগামী দিনে এই বনাঞ্চলে রোপন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। মিয়াওয়াকি প্রযুক্তিতে বনাঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে। তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রী পর্যন্ত কম করতে সক্ষম এই বনাঞ্চল। আদ্রতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে ৪০ শতাংশ। দিল্লির বাহাদুর শাহ জাফর মার্গ এ এই বনাঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে। পাশেই কেগের কার্যালয়।মনে করা হচ্ছে এতে করে উপকৃত হবে দিল্লির অফিসপাড়া।

কেরোসিন সহ জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। যখন ক্রমবর্ধমান বেকারি, কর্মহারা, ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি এবং কোভিড-১৯ এর ভয়াবহ সংক্রমণ ও মৃত্যু বেড়ে চলছে তখন বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার লকডাউন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে জনগণের উপর যথেষ্ট বোঝা বাড়িয়ে চলছে। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা তেলের দাম ব্যাপক পতন ঘটা সত্বেও এদেশে ক্রমাগত এবং ব্যাপকভাবে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েই চলেছে। কেরোসিন গ্রামীণ গরীব মানুষ এমনকি শহরাঞ্চলের মানুষের নিকটও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী, সেই কেরোসিনের দাম এখন ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে আরও দুর্মুল্য করে তুলল। বৃহস্পতিবার এসইউসিআই(সি) এক বিবৃতিতে তা জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

সুযোগ হচ্ছে রাজ্যের বেকারদের। তাছাড়া পুলিশ ব্যবস্থারও অনেকটা উন্নতি হবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে এসপিও জওয়ানদের ভূমিকাও কম নয়। যেখানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কর্মচারীদের বেতনের টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে সেখানে নতুন নিয়োগ অনেকটাই সাহসী পদক্ষেপ। রাজ্যের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই এই এসপিও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

রবিশংকর প্রসাদ

আটের পাতার পর

তিনি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের জন্য ভার্চুয়াল জনসভায় ভাষণ দেন। সেখানেই একথা বলেন রবিশঙ্কর প্রসাদ।রবিশংকর প্রসাদ এদিন জানিয়েছেন, দেশবাসীর স্মার্টফোনের ডাটা সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে এই চিনা অ্যাপগুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটাকে চিনের বিরুদ্ধে ভারতের ডিজিটাল স্ট্রাইকও বলা যেতে পারে।

এদিন তিনি বলেন, ভারত বরাবরই শান্তির স্বপক্ষে। কিন্তু কেউ যদি আমাদের ওপর খারাপ চোখে দেখে তবে তাকেও যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত ভারত। বর্তমানে ইংরেজি হরফ 'সি' কথাটি উচ্চারণ করলেই করোনা এবং চিন মনে পড়ে যায়। ভারতের যদি ২০ জন জওয়ান শহীন হন তবে ওদের দ্বিগুণ সংখ্যক সেনা কর্মী মারা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত সেই পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে আনছে না চিন।

বিগত ছয় বছরে কেন্দ্রে মোদী সরকারের একাধিক সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে রবিশংকর প্রসাদ জানিয়েছেন, তাৎক্ষণিক তিন তালাক বিরোধী আইন প্রণয় থেকে শুরু করে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির মতন ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কেন্দ্র। সাফল্যের মুকুটে পালক হিসেবে যুক্ত হয়েছে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ এর উদ্যোগ এবং পাকিস্তানকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে যোগ্য জবাব দেওয়ার মতন কাজ।

কংগ্রেসের

আটের পাতার পর

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ, গণ ধর্না ও স্থানীয় ব্লক আধিকারিকের নিকট রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পেরন করা হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ বাগবাসা ব্লগ কংগ্রেসের উদ্যোগে ২ ঘন্টার গণবিক্ষোভ ও গণ ধর্না কর্মসূচি পালন করা হয়।তারপর রাষ্ট্রপতি উদ্দেশ্যে কালাছড়া ব্লকে মাননীয় ভিডিওর হাতে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি প্রদান করেন। ব্লক সভাপতি আরো জানান, বর্তমান বিজেপি সরকার ক্ষমতায় বসার পর থেকেই অভাবনীয়ভাবে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। গত ২২ দিনে ২৩ বার পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। আর তার প্রতিবাদ জানিয়ে সারাদেশব্যাপী গণবিক্ষোভ ও গণধর্না সংগঠিত করছে কংগ্রেস দল।

শেষ শ্রদ্ধা

আটের পাতার পর

থেকে মৃতদেহটি নিয়ে যাওয়া হয় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জোলাইবাড়িতে পৈত্রিক ভিটে মাটিতে। মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হলে এলাকার মানুষজন ছুটে এসে তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। বৃহস্পতিবার নিজ গ্রামে সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী অগনিত মানুষের শেষ অশ্রুজলে প্রয়াত ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরীর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

মিল বাজেয়াপ্ত

আটের পাতার পর

একটি মিনি সমিল সহ দুই কামগোল লক সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। এই ব্যাপারে মামলা গৃহিত হয়েছে। মিনি সমিল সহ গাছের লক উদ্ধার করা সম্ভব হলেও কাউকে আটক করা যায়নি। আশঙ্কা করা হচ্ছে আঁচ পেয়ে ঘটনায় জড়িতরা পালিয়ে গেছে। এই ঘটনায় কারা জড়িত এই সম্পর্কে তথ্য উদ্ধারের জন্য পুলিশ ও বন দপ্তর তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

মসিভায় অনুমোদিত

আটের পাতার পর

আর্থিক সহায়তা পাবেন। তবে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে ঐ ট্রাস্টি কমিটির অধীনে সদস্যপদ নিতে হবে।

কুখ্যাত চোর

আটের পাতার পর

চেষ্টা করলে একজনকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ বিএসএফকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। বিএসএফের নরম মনোভাব এবং অহংকারের অভাবেই গরু পাচারকারীরা প্রতিনিয়ত ধরনের পাচারের ঘটনা অব্যাহত রেখেছে বলে সীমান্ত এলাকার জনগণের অভিযোগ। এ বিষয়ে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে জোরালো দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

অনুপ্রবেশকারী আটক

আটের পাতার পর

তাকে বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত থেকে তাকে জেলহাজতে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সীমান্তে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিএস আপকে সীমান্তে কঠোর নজরদারি বজায় রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণকেও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রশাসনের আহবানে সাড়া দিয়েই সাবরুম এর কাঁঠাল ছড়ি এলাকার জনগণ এক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছেন অপর তিনজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে চলাকালেও সীমান্ত এলাকায় চুরি পাচার বাণিজ্য হয়েছে। সাবরুম এর কাঁঠাল চুরি সীমান্ত গ্রামে অনুপ্রবেশের ঘটনা তারই প্রমাণ বহন করে চলেছে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের নজরদারি নিয়ম সীমান্ত এলাকার জনগণ নানা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। বিএসএফের ডিলেডালা নজরদারি ও টহলের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশি গরু চোর এবং অনুপ্রবেশকারীরা অনুপ্রবেশ করে নানা অঘটন সংঘটিত করে চলেছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সীমান্ত পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে। তাতে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে যেভাবে অরুনা সংক্রমণের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে অনুপ্রবেশের ঘটনা অব্যাহত থাকলে আমাদের রাজ্য ওড়নার সংক্রমণ মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রশাসনকে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন কাঁঠালছড়ি সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ।

ক্রীড়াঙ্গন

‘মুরালির মতো বৈচিত্র্য শেন ওয়ার্নের ছিল না’

ফুটবলে যেমন ‘মেসি না রোনালদো’, ‘পেলে না ম্যারাডোনা’, ক্রিকেটেও এমন অনেক প্রশ্ন যুগে যুগে আলোচনা, তর্কের খোরাক জুগিয়েছে। তেমনই আরেকটি প্রশ্ন - মুত্তিয়া মুরালিধরন না শেন ওয়ার্ন?নব্বইয়ের দশক আর এই শতাব্দীর প্রথম দশক মাতিয়ে রাখা দুই কিংবদন্তি স্পিনারের মধ্যে তুলনায় মাহেলা জয়াবর্ধনে এগিয়ে রাখছেন স্বদেশিকেই। শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়কের মতে, ওয়ার্নের চেয়ে মুরালির বলে বৈচিত্র্য বেশি ছিল।ওয়ার্ন লেগস্পিনার, মুরালি অফস্পিনার সেদিক থেকে সরাসরি তুলনা হয়তো চলে না। তবে দুজনই নিজ নিজ শিল্পের সবচেয়ে গুণী শিল্পী। ওয়ার্ন তর্কসাপেক্ষে সর্বকালের সেরা লেগ স্পিনার উপাধি পেলে মুরালি সেটি অফস্পিনের। রেকর্ড বইও দুই কিংবদন্তির শ্রেষ্ঠত্বের গান গাইবে। মুরালি যেখানে ১৩৩ টেস্টে রেকর্ড ৮০০ উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করেছেন, ৭০৮ উইকেট নিয়ে ওয়ার্ন আছেন তাঁর পেছনেই। দুজনেই বিশ্বকাপ জিতেছেন।

তা অনেক দিন একসঙ্গে খেলার কারণেই কিনা, দুজনের মধ্যে তুলনা টানার প্রসঙ্গে জয়াবর্ধনে এগিয়ে রাখলেন মুরালিকেই। ইএসপিএন ক্রিকইনফোর ভিডিওকাস্টে সঞ্জয় মাঞ্জরেকারের সঙ্গে আলাপে জয়াবর্ধনের বিশ্লেষণ, ‘মুরালি চ্যাম্পিয়ন বোলার ছিলেন। অন্যদের চেয়ে আলাদাভাবে খেলাটাকে দেখতেন। মুরালির যত বৈচিত্র্য ছিল, ওয়ার্নের অত ছিল না। মুরালি জানতেন তিনি কী করছেন, ব্যাটসম্যানকে ধীরে ধীরে ফাঁদে ফেলে, ক্লান্ত করে আউট করায় বিশ্বাস করতেন। একজন ব্যাটসম্যানকে আউট করতে দশ ওভার অপেক্ষা করতে হলে তা-ই করতেন তিনি।’

সেদিক থেকে ওয়ার্নের বোলিংয়ে পার্থক্যটা কী? জয়াবর্ধনের চোখে, ‘ওয়ার্ন আর মুরালির ব্যক্তিত্বের ধরনই আলাদা। ওয়ার্ন রান চেপে রেখে বোলিংয়ের চেষ্টা করতেন, তবে তিনি ‘তুমি এগিয়ে এসে আমাকে মারার চেষ্টা করো, আমি তোমাকে আউট করব’ কৌশলে বেশি খেলতেন। তিনিও সম্ভবত জানতেন যে মুরালির মতো বৈচিত্র্য তাঁর নেই।‘তবে একটা জায়গায় দুজনকেই এগিয়ে থাকবেন বলে মনে হচ্ছে জয়াবর্ধনের। এ যুগের বোলারদের উইকেটসংখ্যায় তাঁদের দুজনকে ছুঁতে দেখেন না ‘জয়া’। কারণ? এ যুগে বোলাররা নাকি অপেক্ষাকৃত বেশি ভালো ব্যাটসম্যানের মুখোমুখি হচ্ছেন। সেটি অবশ্য ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে বোঝাচ্ছেন তিনি। অর্থাৎ একই দলে ভালো ব্যাটসম্যানের সংখ্যা এখন আগের চেয়ে বেশি। জয়াবর্ধনের ব্যাখ্যা শুনুন, ‘এ যুগের বোলাররা তাঁদের পূর্বসূরিদের মতো উইকেট পায় কি না, সেটা দেখার এখনো বাকি আছে। এখনকার বোলাররা আগের চেয়ে ভালো ব্যাটিং ইউনিটের মুখোমুখি হচ্ছে। তাই এখনকার বোলাররা যদি তাঁদের পূর্বসূরিদের মতো উইকেট না পায়, তার মানে এই নয় যে তাঁরা খারাপ বোলার।’উদাহরণ হিসেবে উইকেটশিকারিদের তালিকাও নিয়ে এসেছেন জয়াবর্ধনে, ‘যদি এখনকার ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেট পাওয়া দশ বোলারের দিকে দেখেন, এঁদের সবাই-ই আমার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে খেলেছেন। মুরালি ছিলেন, ওয়ার্ন, ম্যাকগ্রা, কুম্বলে, হরভজন, আকরাম, ওয়াকার, সাকলায়েন ছিলেন। এঁদের উইকেটের সংখ্যাই এঁদের হয়ে কথা বলে।’

করোনা ভাইরাস মুক্ত আফ্রিদি

কোভিড-১৯ থেকে সেরে উঠেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদি। তার স্ত্রী ও দুই মেয়েরও করোনাভাইরাস পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বৃহস্পতিবার বিকেলে খবরটি জানান আফ্রিদি। কঠিন সময়ে পাশে থাকায় ও শুভকামনা জানানোয় সবাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি।গত ১৩ জুন কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন ৪০ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার।

করোনাভাইরাসের প্রকোপ শুরু হওয়ার পর থেকে নিজের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পাকিস্তান জুড়ে প্রচুর সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে আসছিলেন আফ্রিদি। অসহায় মানুষদের সহায়তায় বাংলাদেশের ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিমের ডাবল সেঞ্চুরির ব্যাট নিলামে প্রায় ১৭ লাখ টাকায় কিনে নেন পাকিস্তানের সাবেক এই অধিনায়ক।

সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফরের প্রাথমিক দলে থাকা পাকিস্তানের ১০ ক্রিকেটারের করোনাভাইরাস পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছিল। এর মধ্যে মোহাম্মদ হাফিজ, ওয়াহাব রিয়াজ, শাদাব খান, ফখর জামান, মোহাম্মদ রিজওয়ান ও মোহাম্মদ হাসনাইনের দ্বিতীয় দফা পরীক্ষায় ফল নেগেটিভ আসে।এর আগে গত এপ্রিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান পাকিস্তানি ক্রিকেটার জাফর সরফরাজ। সাবেক বাঁহাতি ব্যাটসম্যান তৌফিক উমর আক্রান্ত হয়ে পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

‘ইংল্যান্ডকে কঠিন চ্যালেঞ্জ জানাবে আফ্রিদি-নাসিমরা’

প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যান বনাম পাকিস্তানের বোলিং আক্রমণ-অতীতে ম্যাচের ভাগ্য অনেকবারই গড়ে দিয়েছে লড়াইয়ের ভেতরের এই লড়াই। বাবর আজমের বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যে গড়া তাদের এবারের বোলিং আক্রমণ কঠিন পরীক্ষা নেবে ইংলিশদের। গড়ে দেবে ম্যাচের ভাগ্য।নাসিম শাহ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, মুসা খান-তিন তরুণের সামনেই এবার ইংল্যান্ডে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ। এরই মধ্যে এই পেসাররা দেখিয়েছেন সামর্থ্যের ঝলক। আর ওয়াহাব রিয়াজ, ইয়াসির শাহ, মোহাম্মদ আব্বাসদের অভিজ্ঞতা আছে দেশটিতে এই সংস্করণে খেলার। সব মিলিয়ে দলের বোলিং আক্রমণে ভরসা করার মতো রসদ আছে বলে মনে করেন বাবর। ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বৃহস্পতিবার সফরে নিজের প্রত্যাশার কথা জানান পাকিস্তানের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক।“এখানকার কন্ডিশন ইংল্যান্ড দলের জন্য উপযুক্ত, তাই তারা কিছুটা এগিয়ে থাকবে। তবে আমাদের বোলিং লাইন-আপ দেখুন, শাহিন শাহ ও মোহাম্মদ আব্বাস তরুণ ও অভিজ্ঞতার দারুণ একটি কম্বিনেশন তৈরি করে। আব্বাস এই কন্ডিশনের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত, সে অনেক কাউন্টি ম্যাচ খেলেছে। নাসিম শাহও অসাধারণ পারফর্ম করছে, অস্ট্রেলিয়া বিপক্ষে এবং পরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দারুণ করেছে। আমার বিশ্বাস, ইংল্যান্ডকে কঠিন চ্যালেঞ্জ জানাতে পারব আমরা।” করোনাভাইরাসের প্রকোপে দীর্ঘদিন ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন সবাই। অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর অনুশীলনে ফিরে নিজেদের নিয়ে সংশয়ে ছিলেন খেলোয়াড়দের অনেকেই। এখন অবশ্য মাঠের লড়াইয়ের জন্য সবাই প্রস্তুত বলে মনে করেন বাবর।

পিসিবি“সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে, খেলোয়াড়রা ফিট এবং ছন্দে আছে। সবাই প্রটোকল অনুসরণ করছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমরা এটা উপভোগ করছি। এখানে আসার আগে অনেক কিছু নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। তবে আমরা এখন মানিয়ে নিয়েছি এবং অনুশীলনে মনোযোগ দিচ্ছি। কন্ডিশনকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি।’ইংল্যান্ড সফর দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘ প্রায় চার মাস পর ফিরবে পাকিস্তান। তিনটি করে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেলবে তারা। আগামী ৩০ জুলাই লর্ডসে শুরু হবে প্রথম টেস্ট।কোভিড-১৯ রোগের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে বেশ কয়েকটি নিয়ম করেছে আইসিসি। ইংল্যান্ড সিরিজ দিয়ে সেগুলি শুরু করবে পাকিস্তান। বাবর জানান, অনুশীলনেই নিয়মগুলি মেনে চলার চেষ্টা করছেন তারা।

“অবশ্যই অনেক পরিবর্তন এসেছে। দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, নিয়ম মানতে হবে। বেরুনো যাবে না। জিমে একসঙ্গে সবাই যাওয়া যাবে না, ছয় জনের গ্রুপে যেতে হবে। ঘাম ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বল উজ্জ্বল করা যাবে না। এসবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লাগবে। এখন পর্যন্ত ২-৩ দিন এগুলো নিয়ে চর্চা করেছি, সামনেও মেনে চলতে চেষ্টা করব।”১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ডে সবশেষ টেস্ট সিরিজ জিতেছিল পাকিস্তান। ২০১৬ ও ২০১৮ সালের সবশেষ দুই সফরে অবশ্য সিরিজ ড্র করে দেশটি। দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সও দারুণ। তাই বাবর আশায় আছেন, দুই যুগের অধরা জয় তুলে নেওয়ার।

স্টোকসদের জার্সিতেও থাকছে ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঘোষণা দিয়েছে আগেই। এবার জানাল ইংল্যান্ডও। আসন্ন টেস্ট সিরিজে ক্যারিবিয়ানদের মতো ইংলিশ ক্রিকেটারদের জার্সিতেও খোদাই করা থাকবে ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার।’বিশ্বজুড়ে চলা বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে একাত্মতা জানাতে ও বর্ণবাদ নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য উভয় দলের এই উদ্যোগ। পুনরায় শুরু হওয়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলের দলগুলির জার্সিতে যে ডিজাইনের ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটিই থাকবে ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটারদের জার্সিতে।ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন নিয়মিত টেস্ট অধিনায়ক জো রুট ও প্রথম টেস্টে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যাওয়া বেন স্টোকস। বর্ণবাদ নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি বলে মনে করেন রুট।

“কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা এবং সমতা ও ন্যায়বিচারের বিষয়গুলো নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি...আমরা বিশ্বাস করি, বর্ণবাদ বা বৈষম্যের কোথাও কোনো স্থান নেই।”একই সুর বোর্ডের প্রধান নির্বাহী টম হ্যারিসনের কণ্ঠেও।“ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার বার্তাকে পূর্ণ সমর্থন করে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। এটি সংহতি ও সামাজিক পরিবর্তনের বার্তা। সমাজে বা আমাদের খেলাধুলায় বর্ণবাদের কোনো স্থান থাকতে পারে না। এটি মোকাবেলায় আমাদের আরও বেশি কিছু করতে হবে।”গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের নির্যাতনে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর থেকে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনেও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে।আগামী ৮ জুলাই সাউথ্যাম্পটনে শুরু হবে ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্ট।

ক্রিকেট ফেরাতে মাঠ প্রস্তুত রাখছে বিসিবি

করোনাভাইরাস পরিস্থিতির জন্য মার্চ থেকে বন্ধ দেশের ক্রিকেট। শিগগির মাঠে ক্রিকেট ফেরার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বিসিবির কোভিড-১৯ গাইডলাইন মেনে তৈরি রাখা হচ্ছে আটটি স্টেডিয়াম।

এক বিবৃতিতে বৃহস্পতিবার বিসিবি অচলাবস্থা কাটিয়ে মাঠে ক্রিকেট চলেছে বোর্ড। এর জন্য দেশের শ্রেণির ক্রিকেটের ভেন্যু তৈরি রাখা ঢাকার শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট ওসমান আলী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামের সিলেটের সিলেট আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, রাজশাহীর শহীদ কামরুজ্জামান ভেন্যুতে একশজনের বেশি ও ফ্যাসিলিটিজ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ রাখতে নিয়মিত কাজের পাশাপাশি কাজ করছেন বিদ্যুৎ ও পানি জানায়, করোনাভাইরাসের জন্য সৃষ্ট ফেরানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছে আটটি মূল আন্তর্জাতিক ও প্রথম হচ্ছে।

স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, স্টেডিয়াম, কক্সবাজারের শেখ কামাল বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম ও স্টেডিয়ামে চলছে টানা কাজ।প্রতিটি গ্রাউন্ডসম্যান ও কর্মী পিচ, আউটফিল্ড করছেন। মাঠ ক্রিকেটের উপযোগী বাড়তি দায়িত্ব পালন করছেন তারা। উপকেন্দ্রের কর্মীরাও।

বিসিবির গাইডলাইন অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা অনুসরণ করছে ভেন্যুগুলো। বিসিবি কর্মী ও শ্রমিকদের স্যানিটাইজেশন প্রটোকল মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত কর্মী পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হলেও বিসিবি ফ্যাসিলিটিজগুলোয় যথেষ্ট পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী জানান, মাঠে ক্রিকেট ফেরানোর লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন তারা।“মাঠের ক্রিকেট চালুর প্রক্রিয়া শুরু হওয়া উচিত অনুশীলন দিয়ে।

এর জন্য আমাদের মাঠ ও অনুশীলন ফ্যাসিলিটিজ প্রস্তুত ও সচল রাখতে হবে।”বাংলাদেশে বৃহস্পতিবার নতুন করোনাভাইরাসে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দেড় লাখ ছাড়িয়ে যাওয়ার খবর দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। মৃতের সংখ্যা পৌঁছে গেছে দুই হাজারের কাছে। জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের টালিতে শনাক্ত রোগীর সংখ্যায় শীর্ষ দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ এখন রয়েছে ১৮ নম্বরে।

নিউ জিল্যান্ড দলের দায়িত্ব ছাড়লেন ফুলটন

নিউ জিল্যান্ডের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন পিটার ফুলটন। দেশের প্রথম শ্রেণির দল কেন্টাবরির প্রধান কোচ হতে জাতীয় দলের পদ ছেড়েছেন দেশটির সাবেক এই ক্রিকেটার।নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট বৃহস্পতিবার এক বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।গত বছরের বিশ্বকাপ শেষে ব্যাটিং কোচ হিসেবে ক্রেইগ ম্যাকমিলানের স্থলাভিষিক্ত হন ফুলটন। শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়া সফর এবং ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড ও ভারতের বিপক্ষে সিরিজে জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করেন তিনি।জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করতে পারাটা দারুণ সম্মানের ছিল বলে জানিয়েছেন ফুলটন। তবে কোচিং ক্যারিয়ারে আরেক ধাপ এগিয়ে যেতে প্রধান কোচ হিসেবে কাজ করতে মুখিয়ে আছেন তিনি। আগামী ১ অগাস্ট শুরু হবে ৪১ বছর বয়সী এই কোচের নতুন অভিযান।

২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা-আক্রান্ত ৫২ হাজারের বেশি, মৃত্যু বেড়ে ১,২৮,০২৮

ওয়াশিংটন, ২ জুলাই (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের নিরিখে ফের রেকর্ড গড়ল আমেরিকা। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫২,৮৯৮ জন। এই সময়ে আমেরিকার মৃত্যু হয়েছে আরও ৭০৬ জনের। ফলে মার্কিন মুলুকে করোনা-আক্রান্ত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল যথাক্রমে-২, ৬৮২,২৭০ এবং ১২৮,০২৮।

বৃহস্পতিবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৭০৬ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ১,২৮, ০২৮-তে পৌঁছেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২,৬৮২,২৭০। ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫২,৮৯৮ জন।

সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের পাক হামলা, পুঞ্চে প্রত্যাঘাত ভারতেব

জম্মু, ২ জুলাই (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে লাগাতার আক্রমণ শানাচ্ছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ বৃহস্পতিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার শাহপুর এবং কিরনি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলিবর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে শুরু হয় গুলিবর্ষণঊ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেবেন্দ্র আনন্দ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ন'টা থেকে পুঞ্চ জেলার শাহপুর ও কিরনি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালাতে থাকে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

৫ বেড়ে রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু ৪২৬ জনের, সংক্রমিত ১৮,৪২৭

জয়পুর, ২ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১১৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। নতুন করে ১১৫ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮,৪২৭। বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত রাজস্থানে নতুন করে ১১৫ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ১১৫ জনের মধ্যে আজমের-এ ৪ জন, আলওয়ারে একজন, বরণে দু''জন, বারমের-এ একজন, ভরতপুরে ৬ জন, বিকানের-এ ১২ জন, বুন্দিতে একজন, দৌসায় দু''জন, ঢোলপুরে ১০ জন, দুঙ্গারপুরে একজন, জয়পুরে ৯ জন, জালোরে ৯ জন, ঝুনঝুনুতে দু''জন, কারাউলিতে ৫ জন, কোটায় ৪ জন, নাগাউরে ৮ জন, রাজাসমন্দে ১০ জন, সওয়াই মাধপুরে একজন, সিরোহিতে ৫ জন এবং উদয়পুরে ২১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৮,৪২৭-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৪,৬৪৩ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ৩,৩৫৮ এবং নতুন করে ৫ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪২৬ জনের।

৫ জুলাই পর্যন্ত কর্ণাটকের বিস্তীর্ণ প্রান্তে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি হলুদ সতর্কতা

বেঙ্গালুরু, ২ জুলাই (হি.স.): আগামী ৫ জুলাই পর্যন্ত উত্তর কন্নড়, দক্ষিণ কন্নড় এবং উদুপি জেলা-সহ কর্ণাটকের বিস্তীর্ণ প্রান্তে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আইএমডি বেঙ্গালুরু। উত্তর কন্নড়, দক্ষিণ কন্নড় এবং উদুপি জেলায় ২, ৪ এবং ৫ জুলাই অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে ২, ৪ ও ৫ জুলাই উত্তর কন্নড়, দক্ষিণ কন্নড় এবং উদুপি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই জেলাগুলিতেই ৩ জুলাই কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এছাড়াও কর্ণাটকের উত্তর অভ্যন্তরীণ ও দক্ষিণ অভ্যন্তরীণে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে আগামী পাঁচ দিন। বৃহস্পতিবার সকালে আইএমডি বেঙ্গালুরু অধিকর্তা সি এস পাটিল জানিয়েছেন, ২,৪ ও ৫ জুলাই উত্তর কন্নড়, দক্ষিণ কন্নড় এবং উদুপি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে, এই জেলাগুলিতে উল্লেখিত দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতেই ৩ জুলাই কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী পাঁচ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কর্ণাটকের উত্তর অভ্যন্তরীণ ও দক্ষিণ অভ্যন্তরীণে।

মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ শপথ নিলেন ২৮ জন মন্ত্রী

ভোপাল, ২ জুলাই (হি.স.): মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বৃহস্পতিবার শিবরাজ সিং চৌহান মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন মোট ২৮ জন মন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে ২০ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং ৮ জন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন এদিন। রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ২৮ জন মন্ত্রীকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল। কোভিড-১৯ প্রোটোকল মেনেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রত্যেকের মুখেই ছিল মাস্ক। মোট ২৮ জন এদিন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন-গোপাল ভার্গব, যশোধরা রাজে সিন্ধিয়া, ইমার্তি দেবী, প্রভুরাম, প্রধুমান সিং তোমার প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং ছাড়াও রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াও। রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেলের কাছে মোট ২৮ জনের নাম পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। ওই ২৮ জনের মধ্যে ২০ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং ৮ জন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন এদিন।

চিনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল স্ট্রাইক ভারতের : রবিশংকর প্রসাদ

কলকাতা, ২ জুলাই (হি. স.): টিক টক সহ জনপ্রিয় ৫৯ টি অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপ) নিষিদ্ধ করে দিয়ে চিনের ওপর ডিজিটাল স্ট্রাইক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। বৃহস্পতিবার

ছয়ের পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার সকালে বৃষ্টিভেজা আগরতলা শহর। ছবি- নিজস্ব।

জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বাগবাসায় ধর্ণা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২ জুলাই।। জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে সারাদেশে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বাগবাসা ব্লক কংগ্রেসের গণ বিক্ষোভ ও গন ধর্না কর্মসূচি পালিত হয়। আজ উত্তরের কালাছড়া ব্লকাধীন ইচাই লালছড়ার শিলা বাজার কংগ্রেস পার্টি অফিসের সামনে ২ ঘন্টার গণবিক্ষোভ ও গণধর্নায় সামিল হন বাগবাসা ব্লক কংগ্রেস। পরে ভারতের রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় কালাছড়া ব্লকের ভিডিও তরুণ কান্তি সরকারের হাতে। আজকের ২ ঘন্টা গণবিক্ষোভ ও গণধর্নায় উপস্থিত ছিলেন বাগবাসা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হীরালাল নাথ, বাগবাসা ব্লক কংগ্রেস সেক্রেটারি শশাঙ্ক নাথ সহ কংগ্রেস দলের নেতৃবর্গরা। পাশাপাশি কালাছড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হীরালাল নাথ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে পেট্রোল ও ডিজেলের অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ২৯ জুন রাজ্যের কংগ্রেস দলের সাংগঠনিক ৯ টি জেলাতে একযোগে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে জেলাশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ করে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল। তারপর ৩০ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত প্রতিটি ব্লক এলাকায় পেট্রোল-ডিজেলের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে গৃহবধূকে নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী ও ভাসুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের ইচাইলাল ছড়ায় গৃহবধূ নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী এবং ভাসুরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য জোৎস্না বেগম নামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক গৃহবধূকে গুরুতর জখম করেছিল স্বামী ও শশ্বর বাড়ির লোকজনেরা। এই ব্যাপারে নির্যাতিতা গৃহবধূ জোৎস্না বেগম থানায় অভিযুক্তদের নাম ধাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার পুলিশ নির্যাতিতার স্বামী ও ভাসুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরীকে শেষ শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরীর মৃতদেহ বৃহস্পতিবার আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। বিমান বন্দর থেকে তাঁর মরদেহ প্রথমে নিয়ে আসা হয় মহাকরণে। সেখানে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্য, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্যরা প্রয়াতের মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সেখান থেকে মরদেহটি নিয়ে আসা হয়। আগরতলার কংগ্রেস ভবনের সামনে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রয়াতের মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। সেখান

ছয়ের পাতায় দেখুন

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। ধর্মনগর পুর পরিষদ এলাকার পদ্মপুরে আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্জলন ও ফিতা কেটে নবনির্মিত আধিকারিকের কার্যালয় এবং ৫০ মেট্রিকটন ক্ষমতা সম্পন্ন ফুড গোডাউনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মী সান্তনা চাকমা। নবনির্মিত কার্যালয় ও ফুড গোডাউন নির্মাণে প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আই সি ডি এস'র নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ মী সান্তনা চাকমা বলেন, সারা রাজ্যে ৬৬টি আই সি ডি এস প্রকল্প রয়েছে। কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনা থেকে শুরু করে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। নায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে বি পি এল সহ অন্যান্য অংশের জনগণকে চাল, ডাল ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। বি পি এল পরিবারদের বিনামূল্যে চাল দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমী মাত্র বন্দনা যোজনা সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। তিনি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের এখন সপ্তাহে ২টি ডিম দেওয়া হচ্ছে। যে সকল শিশু অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছে তাদের জন্য সপ্তাহে ৬ দিন ডিম ও দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস বলেন, শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যালয়ের উদ্বোধনের ফলে ধর্মনগর পুর পরিষদ এলাকার শিশু ও মায়েরা সহ সকল অংশের মানুষ উপকৃত হবেন। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কাজের মধ্যদিয়ে পুর পরিষদ এলাকার মা ও শিশুরা উপকৃত হচ্ছেন। এই নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধনের ফলে মানুষের নিকট পরিষেবা দ্রত পৌছাবে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা নগেন্দ্র দেববর্মা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক রিপন চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী মলিনা দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধর্মনগর পুর পরিষদ আই সি ডি এস প্রোজেক্টের সি ডি পি ও আবিদ হোসেন। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উপঅধিকর্তা জন কেলভিন ডার্লং। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে অতিথিদের মধ্যে বিভিন্ন জাতের চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্থানীয় মানুষ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সোনাই নদীর উপর নির্মিত ব্রিজের অবস্থা করুন, যান চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। সিধাই মোহনপুরের বড়কাঁঠাল মোহনপুর সড়কের উপর সোনাই নদীর উপর নির্মিত বেইলি ব্রিজটির একাংশের এপ্রোসের মাটি ধসে পড়ায় ঐ সড়ক পথে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে স্থানীয় পুলিশ এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত বেশ কিছুদিন ধরেই সোনাই নদীর উপর বেইলি ব্রিজটি ক্রমশ বেহাল অবস্থায় পরিণত হচ্ছিল। বিষয়টি স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নজরে আনা হয়। কিন্তু তাতে কোনো হেলদোল নেই।

প্রশাসনের কর্মকর্তাদের এরই খেসারত ভোগ করতে হচ্ছে ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী যানবাহন ও সাধারণ মানুষজনকে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েই সোনাই, এসরাই, বড়কাঁঠাল, মোহনপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রশাসন জরুরি ভিত্তিতে সোনাই নদীর উপর নির্মিত বেইলি ব্রিজটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ না করলে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ আরও চরম আকার ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে। শুধু তাই নয় এলাকায় রেশন সামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংকট দেখা দিতে পারে।

করোনা পরিস্থিতিতে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় ঐ সব এলাকায় বসবাসকারী জাতি উপজাতি উভয় অংশের জনগণ চরম সংকটে পড়েছেন। জরুরি ভিত্তিতে সোনাই নদীর উপর বেইলি ব্রিজটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মেলাঘরে গাছের লগ ও মিনি স মিল বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ জুলাই।। সিপাহীজলা জেলার মেলাঘরে তেলকাজলার বড়ঢেপা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মিনি সমিল সহ প্রচুর পরিমাণে গাছের লগ উদ্ধার করেছে বন দপ্তরের কর্মকর্তা। অভিযানে বন দপ্তরের কর্মীদের সাথে মেলাঘর থানার পুলিশও সামিল হয়। যৌথ অভিযানে এই সাফল্য মিলেছে। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, ডিএফও অনিমেষ দাস ও বন দপ্তরের কর্মীরা সুনির্দিষ্ট সংবাদের ভিত্তিতে মেলাঘর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তেলকাজলার বড়ঢেপা এলাকায় অভিযান চালায়। তাদের কাছে খবর ছিল ঐ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মিনি সমিল বসিয়ে কাঠ চেরাই করা হচ্ছে। এই সব কাঠ প্রতিনিয়ত পাঁচার করা হচ্ছে। বনজ সম্পদ ধ্বস করে এইসব কাঠ পাচারের কাজে যুক্ত হয়েছে বনদস্যুরা। সেই সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার অভিযান চালাতে গিয়ে সাফল্য মিলেছে। ডিএফও অনিমেষ জানান,

ছয়ের পাতায় দেখুন

দ্য ত্রিপুরা অ্যাডভোকেট ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড রুলস ২০২০ মসিভায় অনুমোদিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। গত মঙ্গলবার রাজ্য মসিভার বৈঠকে 'দ্য ত্রিপুরা অ্যাডভোকেট ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড রুলস ২০২০' অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মসিভা। আইনমী রতনলাল নাথ আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, বহুদিন যাবৎ আইনজীবীদের এই ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড গঠন করার দাবি ছিলো। তাদের এই দাবি মেনে রাজ্য সরকার এই রুলস'র অনুমোদন করেছে। ভারত সরকারের 'দ্য অ্যাডভোকেট ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড অ্যাক্ট ২০০১ অনুসরণ করেই রাজ্যে 'দ্য ত্রিপুরা অ্যাডভোকেট ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড রুলস, ২০২০' তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষামী জানান, এই রুলস অনুসরণ করে একটি ট্রাস্টি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটির চেয়ারম্যান হবেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। এছাড়া সদস্য হিসেবে থাকবেন আইন সচিব, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব, রাজ্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা। এই ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড আইনজীবীদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। জটিল রোগের চিকিৎসা, আইনজীবীদের মৃত্য হলে তার পরিবারের সদস্যরা এই ফাণ্ড থেকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহিলাকে প্রকাশ্যে মারধর ঘিরে উত্তেজনা আনন্দনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন শ্রীনগর থানা এলাকার আনন্দ নগরের মুসলিম পাড়ায় এক মহিলাকে প্রকাশ্য দিবালোকে তার স্বামী মারধর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় জনগণ অভিযুক্ত সাবেক এ আটক করে শ্রীনগর থানা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। নির্যাতিতা মহিলা জানিয়েছেন তার বাপের বাড়ি আসামের করিমগঞ্জ। সেখান থেকে বিয়ে করে তার স্বামী তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। তার ওপর নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে বলে অভিযোগ করেছেন আক্রান্ত মহিলা। স্থানীয় জনগণ অভিযুক্ত স্বামীকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে শ্রীনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিস্তর পরিমান গাঁজার নার্সারি ধ্বংস করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ জুলাই।। রাজ্য সরকার গাঁজা চাষ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও একাংশের অতি মুনাফালোভীরা গাঁজা চাষ অব্যাহত রেখে চলেছে। সরকার ও প্রশাসনিক নির্দেশের তোয়াক্কা না করে তারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা চাষ অব্যাহত রেখেছে। বিশেষ করে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে লকডাউন চলাকালেও গাঁজা চাষের প্রবণতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও শুল্ক দফতরের কর্মকর্তারা গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালিয়ে কোটি কোটি টাকার গাজার নার্সারি ধ্বংস করে দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর এর মিয়াপাড়ায় প্রচুর গাজার নার্সারি ধ্বংস করে দিয়েছে পুলিশ। লকডাউন চলাকালেও ওই এলাকায় ব্যাপক হারে গাঁজার চাষ করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস এর নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার গাজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে কমলাসাগর মিয়াপাড়ায় প্রচুর কান্না করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ওসি তাপস দাস আরো জানান এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। কমলাসাগর এলাকায় আরও ব্যাপক হারে গাঁজা চাষের চেষ্টা হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। শুধু কমলাসাগর এলাকাতেই নয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একই কৌশলে গাঁজা চাষের চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রশাসন গোড়াতেই গাঁজা চাষীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করলে গাঁজা চাষ এদের দৌরাত্ম্য আরো ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অভিমত অনেকেরই। তাতে রাজ্য সরকারের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

বড়পাথরী বাজারে আগুনে পুড়ল দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ জুলাই।। বুধবারের মধ্য রাতে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই একটি দোকান। দমকলের একটি ইঞ্জিন ছুটে গিয়ে আগুন আয়ত্তে আনলেও দোকান পুড়ে ছাই। ঘটনা বিলোনিয়া বড়পাথরী বাজারে। বিদ্যুৎ এর শর্ট সার্কিট এর থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হলেও নাশকতামূলক আগুনের প্রশ্ন উড়িয়ে দিচ্ছে না অনেকে। যাই হোক কেন ? কিসের থেকে আগুনের সূত্রপাত সবকিছু ধোঁয়াশা রয়ে যাচ্ছে বুধবার মধ্যরাতে বড়পাথরী বাজারে নিউ সৌরভ ভ্যারাইটিস নামে একটি দোকান আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। দোকানের মালিক গৌতম পাল। বাড়ি ভাত খোলা এলাকায়। নতুন দোকান। পাঁচ মাস হয়েছে মাত্র। শিক্ষিত বেকার যুবক চাকরির দরজা কড়া নাড়তে নাড়তে বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পর জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে বড়পাথরী বাজারে একটি বড় হোলসেল দোকান নিয়ে বসে। বুধবারের মাঝরাতে বিধ্বংসী আগুনে সব আশা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দোকানের সব জিনিসপত্র আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত। এই দোকানের আয় দিয়ে চলে সংসারের ভরন পোষন এমনকি ব্যাঙ্কের টাকা পরিশোধ। আগুনে দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়াতে দিশেহারা হয়ে পড়ে দোকানের মালিক গৌতম পাল।অনুমান করা হচ্ছে বুধবারের মাঝরাত থেকে আগুন দোকানের ভিতরে। কেউ টের পায়নি তখন। বৃহস্পতিবার ভোরে কিছু পথচারীরা দোকানের ভিতর থেকে ধোঁয়া দেখার পর বিলোনিয়া রাজনগর দমকলকর্মীদের খবর দেওয়ার পর ঘটনা স্থলে ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

মধুপুরে কাঁটাতারের বেড়া কেটে গরু চুরি করতে গিয়ে কুখ্যাত চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। বিশালগড় মহকুমার মধুপুর থানাধীন কোনাবান সীমান্ত গ্রামে কাঁটাতারের বেড়া কেটে গরু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লো এক কুখ্যাত চোর। তার নাম সমীর দাস। বাড়ি কইয়্যাটেপা গ্রাম পঞ্চায়েতে। তাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। জানা যায় মধুপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে ব্যাপক হারে গরু পাচারের ঘটনা ঘটে চলছিল।স্থানীয় পঞ্চায়েত তাকে তীব্র আপত্তি জানায়। কোনাবান পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ২২ জন গরু ব্যবসায়ীকে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে ইতিপূর্বে বৈঠক করা হয় বৈঠক থেকে গরু পাচার পুরোপুরি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈঠকের পর কিছুদিন গরু পাচারের ঘটনা কিছুটা বন্ধ ছিল। এরই মধ্যে গতকাল রাতে পুনরায় গরু পাচার করতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সাব্রুমের কাঁঠালছড়ি সীমান্তে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমের কাঁঠালছড়িতে এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা হয়েছে। আটক বাংলাদেশির নাম নুর আহমেদ। বাড়ি বাংলাদেশের রামগড় এলাকায়। ফেনী নদী অতিক্রম করে নূর মোহাম্মদ শাহ ৪ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ভোররাতে কাঁঠালছড়ি গ্রামে অনুপ্রবেশ করে। স্থানীয় লোকজন তাদের মধ্যে একজনকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেন। অপর তিনজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আটক অনুপ্রবেশকারী যুবক গরু চোর বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাকে সাবরুম থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে শাবনম থানার পুলিশ।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে ৬ লক্ষ ছাড়াল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যু বেড়ে ১৭,৩৮৪ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি.স.): দিন যত যাচ্ছে পরিস্থিতি ততই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভয়াবহ হয়ে উঠছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রকোপ। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৯,১৪৮ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৭,৮৩৪ জন এবং সংক্রমিত ৬,০৪,৬৪১ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৫৯,৮৬০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬,০৪,৬৪১ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ২, ২৬,৯৪৭)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৭, ৮৩৪। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩,৫৯,৮৬০ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ১৭,৮৩৪ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ১৯৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ১২ জন, বিহারে ৭০ জনের, চন্ডীগড়ে ৬ জন, ছত্তিশগড়ে ১৪ জন, দিল্লিতে ২৮০৩ জনের, গোয়া ৪ জন, গুজরাটে ১৮৬৭ জনের, হরিয়ানায় ২৪০ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১০ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১০৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ১৫ জনের, কর্ণাটকে ২৫৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২৪ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৫৮১ জন, মহারাষ্ট্রে ৮,০৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ২৫ জনের, পুদুচেরিতে ১২ জন, পঞ্জাবে ১৪৯ জন, রাজস্থানে ৪২১ জনের, তামিলনাড়ুতে ১,২৬৪ জন, তেলেঙ্গানায় ২৬৭ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ৪১ জন, উত্তর প্রদেশে ৭১৮ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৬৮৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-আক্রান্তের নিরিখে দেশের মধ্যে এগিয়েই রয়েছে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ১৮,০২,৯৮-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ৮৯,৮০২, গুজরাটে ৩৩,২৩২, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ১৯,১৭০ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৪,০৪৯। মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, ততটাই দ্রুত গতিতে চলছে নমুনা পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ জানিয়েছে, ১ জুলাই পর্যন্ত ৯০,৫৬,১৭৩টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। শুধুমাত্র ১ জুলাই ২,২৯, ৫৮৮ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।